শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১) বাংলাদেশ কত সালে স্বাধীনতা অর্জন করে?
ক ১৯৪৭ সালে খ ১৯৫২ সালে
গ ১৯৭১ সালে ঘ ১৯৯৯ সালে

২) কীভাবে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছে?
ক ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে
খ গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে
গ ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে
ঘ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে

৩) স্বাধীনতার জন্য আমরা কাদের কাছে কৃতজ্ঞ?
ক শহিদদের কাছে
খ রাজাকারদের কাছে
গ হানাদার বাহিনীর কাছে
ঘ পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে

৪) ১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এ দেশে কী হয়?
ক ভাষা আন্দোলন খ ছয় দফা আন্দোলন
গ মুক্তিযুদ্ধ ঘ সিপাহি বিদ্রোহ

৫) পাকিস্তানিরা এদেশে দীর্ঘ নয় মাস কী চালিয়েছিল?
ক সুশাসন খ নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ
গ সুবিচার ঘ চোরাগোপ্তা হামলা

৬) রাজাকার, আলবদর বাহিনীতে যোগ দেওয়া মানুষগুলো ছিল –
ক আলোকিত খ বরেণ্য
গ হৃদয়হীন ঘ নির্লোভ

৭) অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামান কী পড়াতেন?
ক বিজ্ঞান খ ইংরেজি
গ বাংলা ঘ গণিত

৮) প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামান কী করলেন?
ক জানালা খুলে বসলেন
খ পেছনের দরজা দিয়ে পালাতে চাইলেন
গ কোরআন পড়া শুরু করলেন
ঘ বাইরে বেরিয়ে এলেন

৯) অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামানের বাড়ির নিচতলায় কে থাকতেন?
ক অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব
খ অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
গ সাংবাদিক মেহেরুন্নেসা
ঘ সুরকার আলতাফ মাহমুদ

১০) অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব কোন বিষয়ের নামকরা শিক্ষক ছিলেন?
ক ইংরেজি খ বিজ্ঞান
গ বাংলা ঘ দর্শন

১১) শহিদ সাবের ২৫এ মার্চ রাতে কোন পত্রিকা অফিসে ঘুমিয়ে ছিলেন?
ক দৈনিক বাংলা খ দৈনিক আজাদ
গ দৈনিক সংবাদ ঘ দৈনিক জনকণ্ঠ

১২) কী হিসেবে সাংবাদিক মেহেরুন্নেসার পরিচিতি ছিল?
ক কবি খ সুরকার
গ সংগীতশিল্পী ঘ ছড়াকার

১৩) যোগেশচন্দ্র ঘোষ কত বছর বয়সে প্রাণ হারান?
ক ৮০ বছর খ ৮৪ বছর
গ ৮৫ বছর ঘ ৮৮ বছর

১৪) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কত সালে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন?
ক ১৯৪৭ সালে খ ১৯৪৮ সালে
গ ১৯৫২ সালে ঘ ১৯৫৮ সালে

১৫) সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক সাধনচন্দ্র ঘোষ খ যোগেশচন্দ্র ঘোষ
গ নতুনচন্দ্র সিংহ ঘ আর.পি সাহা

১৬) ভাষাশহিদদের স্মরণ করে একুশে ফেব্রুয়ারি কোথায় ফুল দেওয়া হয়?
ক জাতীয় স্মৃতিসৌধে
খ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে
গ শহিদ মিনারে
ঘ রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে

১৭) পাকবাহিনী কখন বুঝতে পারে যে তাদের পরাজয় অবধারিত?
ক মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগেই
খ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই
গ মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে
ঘ মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শেষ দিকে

১৮) অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন?
ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
গ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ঘ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯) অধ্যাপক রাশীদুল হাসান কিসের অধ্যাপক ছিলেন?
ক ইংরেজির খ দর্শনের
গ ইতিহাসের ঘ গণিতের

২০) ফজলে রাব্বী ছিলেন প্রখ্যাত–
ক সাংবাদিক খ চিকিৎসক
গ অধ্যাপক ঘ লেখক

২১) ১৪ই ডিসেম্বর আমরা কোন দিবসটি পালন করি?
ক মাতৃভাষা দিবস
খ ভাষাশহিদ দিবস
গ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস
ঘ বিজয় দিবস

২২) শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আমরা ভুলব না কেন?
ক দেশের জন্য জীবন দিয়েছিলেন বলে
খ দেশকে শত্রুমুক্ত করেছিলেন বলে
গ অনেক জ্ঞানী ছিলেন বলে
ঘ দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিলেন বলে

২১) কোন তারিখে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?
ক ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ
খ ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ
গ ১৯৭১ সালের উনত্রিশে মার্চ
ঘ ১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চ

২২) প্রতি বছর ১৪ই ডিসেম্বর পালন করা হয়–
ক 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে
খ 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে
গ 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে
ঘ 'বিজয় দিবস' হিসেবে

২৩) দেশ স্বাধীন হবার পর বুদ্ধিজীবীদের ক্ষত–বিক্ষত লাশ পাওয়া যায়–
ক মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে
খ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
গ ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে
ঘ সংবাদপত্র অফিসে

২৪) ভাষা দিবসের সাথে জড়িয়ে আছে কোন দুজনের নাম?
(ক) রণদাপ্রসাদ সাহা ও যোগেশচন্দ্র ঘোষ
(খ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রণদাপ্রসাদ সাহা
(গ) যোগেশচন্দ্র ঘোষ ও আলতাফ মাহমুদ
(ঘ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আলতাফ মাহমুদ

২৫) 'আয়ুর্বেদ' হলো–
(ক) প্রযুক্তি নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি
(খ) অ্যালোপ্যাথি নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি
(গ) কবিরাজি নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি
(ঘ) জাদুবিদ্যা নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি

২৬) সাধনা ঔষধালয় হলো–
(ক) একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
(খ) একটি আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান
(গ) রণদা প্রসাদ সাহার কীর্তি
(ঘ) নতুনচন্দ্র সিংহের কীর্তি

২৭) 'প্রখ্যাত' শব্দের অর্থ কী?
(ক) প্রমাণিত (খ) প্রচলিত
(গ) প্রয়োজনীয় (ঘ) প্রসিদ্ধ

২৮) অনুচ্ছেদ থেকে বলা যায় পাক হানাদাররা হত্যা করেছিল এ দেশের –
(ক) বরেণ্য মানুষদের (খ) ধনী মানুষদের
(গ) দুর্নীতিবাজ মানুষদের (ঘ) বয়স্ক মানুষদের

২৯) 'নিরস্ত্র' শব্দের অর্থ কী?
(ক) অস্ত্রে ভয় নেই যার
(খ) অস্ত্র চেনে না যে
(গ) অস্ত্রের ব্যবহার জানে না যে
(ঘ) অস্ত্র নেই যার

৩০) অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা যে বাড়িতে থাকতেন সে বাড়িতেই থাকতেন–
(ক) অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব
(খ) অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামান
(গ) অধ্যাপক রাশীদুল হাসান
(ঘ) অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য

৩১) গোলাগুলির শব্দ শুনে অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামান পবিত্র কোরান পড়া শুরু করলেন কেন?
(ক) প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলেন বলে
(খ) আরবি সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন বলে
(গ) ভয় পাননি বলে
(ঘ) হানাদারদের নির্দেশ ছিল বলে

৩২) 'বরেণ্য' শব্দের অর্থ কী?
(ক) ধন্য (খ) অপ্রয়োজনীয়
(গ) মান্য (ঘ) বর্জনীয়

৩৩) অনুচ্ছেদে মূলত বলা হয়েছে–
(ক) বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগের কথা
(খ) আলোকিত মানুষ হওয়ার উপায়
(গ) বাংলার মানুষের প্রতিরোধের কথা
(ঘ) হানাদারদের পরাজয়ের কথা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১) গ ১৯৭১ সালে
২) ঘ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে
৩) ক শহিদদের কাছে
৪) গ মুক্তিযুদ্ধ
৫) খ নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ
৬) গ হৃদয়হীন
৭) ক বিজ্ঞান
৮) গ কোরআন পড়া শুরু করলেন
৯) খ অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
১০) ঘ দর্শন
১১) গ দৈনিক সংবাদ
১২) ক কবি
১৩) খ ৮৪ বছর
১৪) খ ১৯৪৮ সালে
১৫) খ যোগেশচন্দ্র ঘোষ
১৬) গ শহিদ মিনারে
১৭) ঘ মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শেষ দিকে
১৮) ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯) ক ইংরেজির
২০) খ চিকিৎসক
২১) গ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস
২২) ক দেশের জন্য জীবন দিয়েছিলেন বলে
২১) খ ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ
২২) গ 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে
২৩) ক মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে
২৪) (ঘ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আলতাফ মাহমুদ;
২৫) (গ) কবিরাজি নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি;
২৬) (খ) একটি আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান;
২৭) (ঘ) প্রসিদ্ধ;
২৮) (ক) বরেণ্য মানুষদের।

২৯) (ঘ) অস্ত্র নেই যার;
৩০) (খ) অধ্যাপক এম. মুনিরবজ্জামান;
৩১) (ক) প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলেন বলে;
৩২) (গ) মান্য;
৩৩) (ক) বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগের কথা।

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১) ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে কী করেছিল?

উত্তর : ১৯৭১ সালের পঁচিশ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে বর্বর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। গভীর রাতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিল ঘুমন্ত নিরস্ত্র মানুষের ওপর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, ব্যারাকে ও নানা আবাসিক এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে মানুষ খুন করে ছিল হানাদাররা।

২) রাজাকার আলবদর কারা? তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে লিখ।

উত্তর : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যারা দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নানা অপকর্মে সহযোগিতা করেছিল তারাই রাজাকার, আলবদর নামে পরিচিত। বাংলাদেশের বরেণ্য ও মেধাবী ব্যক্তিদের হত্যার পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য এই বাহিনীগুলো গড়ে তোলে পাকিস্তানিরা। ঘৃণ্য, অসাধু, লোভী কিছু মানুষ বাহিনীগুলোতে যোগ দিয়ে পাকিস্তানিদের সেই বিশেষ হত্যা পরিকল্পনা সফল করতে সাহায্য করে।

৩) কোন শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রথম পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান? তাঁর সম্পর্কে বল।

উত্তর : ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে কুমিলরার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৮৫ বছর।

৪) শহিদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?

উত্তর : শহিদ সাবের ছিলেন একজন লেখক ও সাংবাদিক। ১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ রাতে তিনি দেশের একটি প্রধান সংবাদপত্র 'দৈনিক সংবাদ'–এর অফিসে ঘুমিয়ে ছিলেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা ঐ অফিসে আগুন লাগিয়ে দিলে আগুনে দগ্ধ হয়ে শহিদ হন শহিদ সাবের।

৫) রণদাপ্রসাদ সাহাকে কেন দানবীর বলা হয়?

উত্তর : দানশীলতার জন্য রণদাপ্রসাদ সাহাকে 'দানবীর' বলা হয়। এ দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

৬) দুজন শহিদ সাংবাদিকের নাম বলি ও তাঁরা কোথায় কীভাবে শহিদ হন সে সম্পর্কে লিখ।

উত্তর : ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ শহিদ হওয়া দুজন সাংবাদিকদের মাঝে ছিলেন শহিদ সাবের, মেহেরবন্নেসা প্রমুখ।

শহিদ সাবের ছিলেন মেধাবী লেখক ও সাংবাদিক। পঁচিশে মার্চের ভয়াল রাতে পাকিস্তানি সেনারা আগুন দেয় দেশের অন্যতম একটি সংবাদপত্র 'দৈনিক সংবাদ'-এর অফিসে। সেখানে ঘুমিয়ে ছিলেন শহিদ সাবের। আগুনে পুড়ে শহিদ হন তিনি। কবি–সাংবাদিক মেহেরবন্নেসাকেও অল্প বয়সেই প্রাণ দিতে হয় হানাদারদের আক্রমণে।

৭) আমরা কীভাবে শহিদদের ঋণ শোধ করতে পারি?

উত্তর : শহিদদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। তাঁরা দেশ ও মাতৃভাষার জন্য ত্যাগের মহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। সেই আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই আমরা শহিদদের ঋণ শোধ করতে পারব।

৮) কোন দিনটিকে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়? কেন?

উত্তর : ১৪ই ডিসেম্বরকে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে পরাজয় অবধারিত বুঝতে পেরে এ দেশকে গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয় পাকিস্তানিরা। এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে অপূরণীয় ৰতি করার পরিকল্পনা করে তারা। ১৪ই ডিসেম্বর রাজাকার, আলবদর, আল-শামস্ বাহিনীর সহায়তায় নানা পেশার অনেক যশস্বী ব্যক্তিদের বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। সেই শহিদদের স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করি আমরা।

৯) আমরা কেন চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব?

উত্তর : শহিদ বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশ ও মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের মহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তাঁরা। তাঁদের এ অবদান আমরা কোনো দিন ভুলব না।

১০) ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনে গুরবত্বপূর্ণ দিন কেন?

উত্তর : ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্তভাবে শত্রবমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করি। তাই এ দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ।

১১) মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের মানুষ কীভাবে শহিদ হন?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের অসংখ্য মানুষ শহিদ হন। শত্রবর বিরবদ্ধে যুদ্ধ করে শহিদ হন মুক্তিযোদ্ধারা। আর সাধারণ মানুষ দেশের ভেতর অবরবদ্ধ থাকতে থাকতে পাকবাহিনীর নির্যাতনে প্রাণ হারান।

১২) ২৫এ মার্চ রাতে পাকবাহিনী কীভাবে তাদের হত্যা পরিকল্পনা কার্যকর করে?

উত্তর : ২৫এ মার্চ রাতে পাকবাহিনী এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও বরেণ্য মানুষদের হত্যা করার এক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য এদেশেরই কিছু বিশ্বাসঘাতককে নিয়ে গড়ে তোলা হয় রাজাকার, আলবদর ও আল-শামস বাহিনী। তাদের সাহায্য নিয়ে পাকবাহিনী তাদের বিশেষ হত্যা পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করে।

১৩) অধ্যাপক এম. মুনিরবজ্জামান ও অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা কীভাবে শহিদ হন?

উত্তর : এম. মুনিরবজ্জামান ও অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ১৯৭১ সালে ২৫এ মার্চ রাতে পাকবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে প্রাণ হারান। এ দুজন শিবক থাকতেন একই বাড়িতে। ২৫এ মার্চ রাতে হানাদার বাহিনী তাঁদের দুজনকে টেনে–হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে আনে। তারপর গুলি করে হত্যা করে।

১৪) অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব কেমন মানুষ ছিলেন?

উত্তর : দর্শনশাস্ত্রের খ্যাতিমান শিবক অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন অত্যন্ত সহজ–সরল ও নিরহংকারী মানুষ।

১৫) একুশে ফেব্রবয়ারি আমাদের মনে ও মুখে কোন গান বাজে? গানটির সুরকার কে?

উত্তর : একুশে ফেব্রবয়ারি আমাদের মনে আর মুখে বাজে–'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রবয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি'– এ গানটি। গানটির সুরকার শহিদ আলতাফ মাহমুদ।

১৬) 'তারা এদেশকে আরও গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়'– কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে হানাদার বাহিনী বুঝতে পারে যে তাদের পরাজয় আসন্ন। তাই মেধা ধ্বংসের মাধ্যমে বাংলাদেশের অপূরণীয় বতি করার পরিকল্পনা করে তারা। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা এ দেশের মনস্বী, চিন্তাবিদ, শিবাবিদ ও সৃষ্টিশীল সকল মানুষকে হত্যার উদ্যোগ নেয়। দেশদ্রোহী রাজাকার, আলবদর, আল-শামসদের সাহায্য নিয়ে এই দেশকে তারা আরও গভীরভাবে ধ্বংস করতে চায়।

১৭) ১৪ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী কর্তৃক ধরে নিয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবীদের কী পরিণতি হয়েছিল?

উত্তর : ১৪ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী কর্তৃক ধরে নিয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবীদের করবণ পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল। তাঁরা কেউই আর জীবিত ফিরে আসেননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁদের অনেকের লাশ পাওয়া যায় মিরপুর ও রায়ের বাজারে বধ্যভূমিতে। আবার অনেকেরই সন্ধান মেলেনি।

১৮) রণদাপ্রসাদ সাহা কিসের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন?

উত্তর : রণদা প্রসাদ সাহা এদেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

১৯) ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে কারা হত্যা করেছিল? তিনি কেন বিখ্যাত ছিলেন?

উত্তর : ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করেছিল।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। ১৯৪৮ সালে তিনিই প্রথম পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলেন।

২০) যোগেশচন্দ্র ঘোষ কোন উদ্দেশ্যে কী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

উত্তর : যোগেশচন্দ্র ঘোষ এদেশের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সাধনা ঔষধালয় নামক একটি আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন।

২১) অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা কোন বিষয়ের শিবক ছিলেন?

উত্তর : অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ইংরেজি সাহিত্যের শিবক ছিলেন।

২২) পাকিস্তানিদের বিশেষ পরিকল্পনা কী ছিল?

উত্তর : পাকিস্তানিরা চেয়েছিল বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূ পে মেধাশূন্য করতে। তাই তারা এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও বরেণ্য মানুষদের হত্যা করার একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

২৩) পাকিস্তানিরা তাদের বিশেষ পরিকল্পনা সফল করার জন্য কী কী করে?

উত্তর : পাকিস্তানিরা তাদের বিশেষ পরিকল্পনা সফল করার জন্য– ১. প্রথমে পুরো দেশের নানা পেশার মেধাবী ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে। ২. রাজাকার, আলবদর ও আল–শামস বাহিনীর সহায়তায় সেই পরিকল্পনা কার্যকর করে।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ রাত থেকে পাকিস্তানি বাহিনী এদেশে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ শুরব করে। একে একে তারা হত্যা করে এদেশের মেধাবী ও বরেণ্য মানুষদের। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, রণদাপ্রসাদ সাহা, নতুনচন্দ্র সিংহ, আলতাফ মাহমুদ প্রমুখ ছিলেন তেমনই কিছু মানুষ। এ দেশের মানুষদের কল্যাণের জন্য তাঁরা আজীবন কাজ করে গেছেন।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ১৯৭১ সালে পঁচিশে মার্চ রাত থেকে পাকিস্তানি সেনারা নিরীহ বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করতে শুরব করে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দেশের বরেণ্য মানুষদের হত্যার বিশেষ উদ্যোগ নেয় তারা। রাজাকার, আলবদর ও আল–শামস বাহিনী তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহায়তা করে। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নামকরা শিৰকদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯এ আগস্ট ফেনী জেলার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি পরিবারের সাথে কলকাতা হতে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) স্থানান্তরিত হন। জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ভাষা আন্দোলন তাঁর ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যার ছাপ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেওয়া'তে। তিনি ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরব হলে তিনি কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পৰে প্রচারাভিযান ও তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরব করেন। কলকাতায় তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেওয়া'র বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয়। সে সময়ে তিনি চরম অর্থনৈতিক দৈন্যের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও প্রদর্শনী হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ মুক্তিযোদ্ধা তহবিলে দান করে দেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জহির রায়হান তাঁর নিখোঁজ ভাই শহীদুলরা কায়সারকে খুঁজতে শুরব করেন, যাঁকে স্বাধীনতার ঠিক আগমুহূর্তে পাকিস্তানি বাহিনীর এদেশীয় দোসর আলবদর বাহিনী অপহরণ করেছিল। জহির রায়হান ভাইয়ের সন্ধানে মিরপুরে যান এবং সেখান থেকে আর ফিরে আসেননি। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, সেদিন বিহারিরা ও ছদ্মবেশী পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশিদের ওপর গুলি চালালে এই স্বনামখ্যাত বুদ্ধিজীবী নিহত হন।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১) গণ-অভ্যুত্থান কত সালে হয়েছিল?
(ক) ১৯৫২ সালে (খ) ১৯৫৯ সালে
(গ) ১৯৬৯ সালে (ঘ) ১৯৭২ সালে

২) 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রে কোনটির প্রভাব লৰ করা যায়?
(ক) সিপাহি আন্দোলনের
(খ) ভাষা আন্দোলনের
(গ) গণ-অভ্যুত্থানের
(ঘ) মুক্তিযুদ্ধের

৩) নিচের কাদেরকে বিশ্বাসঘাতক বলা যায়?
(ক) মুক্তিযোদ্ধা (খ) পাকবাহিনী
(গ) আলবদর (ঘ) বিহারি

৪) শহীদুলরা কায়সারকে অপহরণ করেছিল কারা?
(ক) রাজাকাররা (খ) আলবদর বাহিনী
(গ) পাকিস্তানি বাহিনী (ঘ) বিহারিরা

৫) অনুচ্ছেদে মূলত বলা হয়েছে জহির রায়হানের–
(ক) শৈশব সম্পর্কে
(খ) জীবন ও কাজ সম্পর্কে
(গ) দানশীলতা সম্পর্কে
(ঘ) বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে

উত্তর : ১) (গ) ১৯৬৯ সালে; **২)** (খ) ভাষা আন্দোলনের; **৩)** (গ) আলবদর; **৪)** (খ) আলবদর বাহিনী; **৫)** (খ) জীবন ও কাজ সম্পর্কে।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
দৈন্য	দারিদ্র্য, দুরবস্থা।
সমুদয়	সমস্ত।
দোসর	সঙ্গী, অংশীদার।
অভ্যুত্থান	উত্থান, ওঠা।
তহবিল	অর্থভাণ্ডার।
স্থানান্তর	পরিবর্তন স্থান।

ক) আমরা শীতার্তদের সাহায্যের জন্য ——— গঠন করেছি।
খ) সেলিম বইটি টেবিল থেকে খাটে ——— করল।
গ) বাদল আমার প্রিয় ———।
ঘ) চাষিটির বাড়ির ——— দশা দেখে মায়া লাগল।
ঙ) গতকালের ——— খাবার নষ্ট হয়ে গেছে।

উত্তর : ক) তহবিল; **খ)** স্থানান্তর; **গ)** দোসর; **ঘ)** দৈন্য; **ঙ)** সমুদয়।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) জহির রায়হান কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তিনি যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তা তিনটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : জহির রায়হান ফেনী জেলার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন।

জহির রায়হান মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় থেকে স্বাধীনতার পৰে প্রচারাভিযানে নামেন এবং তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরব করেন। এ সময় তাঁর 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রটির বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয়। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকলেও প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত সব অর্থ তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দান করেন।

খ) জহির রায়হান মিরপুর গিয়েছিলেন কেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?

উত্তর : জহির রায়হানের ভাই শহীদুলরা কায়সারকে স্বাধীনতার ঠিক আগমুহূর্তে আলবদর বাহিনী অপহরণ করে। দেশ স্বাধীন হবার পর জহির রায়হান ভাইকে খুঁজতে শুরব করেন। সে কারণেই তিনি মিরপুর গিয়েছিলেন।

মিরপুরে যাওয়ার পর ছদ্মবেশী পাকিস্তানি সেনারা ও বিহারিরা জহির রায়হানের ওপর গুলি চালায় বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর ফলেই তিনি শহিদ হন।

গ) জহির রায়হানের দেশপ্রেম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : জহির রায়হান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য :

১) জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯ এ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন।

২) জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

৩) ১৯৬৯ সালে তিনি গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিলেন।

৪) জহির রায়হান মুক্তিযুদ্ধে উলেরখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

৫) তিনি ছিলেন একজন স্বনামখ্যাত বুদ্ধিজীবী।

ঘ) জহির রায়হানের দেশপ্রেম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : জহির রায়হান ছিলেন একজন মহান দেশপ্রেমিক। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানেও তিনি অংশ নেন। ১৯৭১ সালে তিনি কলকাতায় গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পবে প্রচারাভিযান চালান। আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও নিজের নির্মিত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ মুক্তিযোদ্ধা তহবিলে দান করে দেন।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

স্ব, কৃ, স্ত্র, জ্ঞ, ষ্ট, ধ্ব।

উত্তর :

স্ব = স + ব–ফলা (্ব) – স্বপ্ন
– খোকা পাইলট হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

কৃ = ক + ঋ–কার (ৃ) – কৃপা
– সৃষ্টিকর্তার অসীম কৃপায় আমরা বেঁচে আছি।

স্ত্র = স + ত + র–ফলা (্র) – বস্ত্র
– বস্ত্র মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা।

জ্ঞ = জ + ঞ – জ্ঞানী
– সালাম স্যার অনেক জ্ঞানী মানুষ।

ষ্ট = ষ + ট – পুষ্টিকর
– শরীর ভালো রাখতে পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন।

ধ্ব = ধ + ব–ফলা (্ব) – ধ্বনি
– ছুটির ঘণ্টা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

ম্ব = ম + ব–ফলা (্ব) – সম্বল
– এই টাকা কটিই আমার শেষ সম্বল।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ত্ব, ত্ম, জ্জ, ত্য, ম্ব।

উত্তর :

ত্ব = ত + ব– ফলা (্ব) – ত্বরা
– ত্বরা করে বাড়ি চল।

ত্ম = ত + ম– ফলা (্ম) – আত্মীয়
– ঈদে আত্মীয়রা বেড়াতে আসেন।

জ্জ = জ + জ – সজ্জা
– বাড়িটির সাজসজ্জা বেশ সুন্দর।

ত্য = ত + য–ফলা (্য) – সত্য
– সর্বদা সত্য কথা বলব।

ম্ব = ম + ব– ফলা (্ব) – কম্বল
– কম্বল গায়ে দিয়েও শীত লাগছে।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

লৰ লৰ নারী পুরবষ শিশুর রক্তে ভেজা আমাদের স্বাধীনতা তাঁদের প্রাণের বিনিময়েই আমরা আজ মুক্ত স্বাধীন দেশে উন্নত শিরে জীবন যাপন করতে পারছি

উত্তর : লৰ লৰ নারী–পুরবষ–শিশুর রক্তে ভেজা আমাদের স্বাধীনতা। তাঁদের প্রাণের বিনিময়েই আমরা আজ মুক্ত স্বাধীন দেশে উন্নত শিরে জীবন–যাপন করতে পারছি।

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার নিরস্ত্র ঘুমন্ত মানুষের ওপর আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে ব্যারাকে ব্যারাকে আর নানা আবাসিক এলাকায়

উত্তর : ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের ওপর। আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, ব্যারাকে ব্যারাকে, আর নানা আবাসিক এলাকায়।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূ প লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) অস্ত্রে সজ্জিত; **খ)** প্রতিভা আছে যার; **গ)** নিজের জীবন উৎসর্গ; **ঘ)** সুরের সাধনা করেন যিনি; **ঙ)** কোনো রকম বিচার-বিবেচনা ছাড়া।

উত্তর : ক) সশস্ত্র; **খ)** প্রতিভাবান; **গ)** আত্মদান; **ঘ)** সুরসাধক; **ঙ)** নির্বিচার।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লেখ।**

পারিতেছি, জোগাইয়াছেন, লইব, চালাইবার, কাড়িয়া।

উত্তর :

ক্রিয়াপদ		**চলিত রূপ**
পারিতেছি	–	পারছি
জোগাইয়াছেন	–	জুগিয়েছেন
লইব	–	নেব
চালাইবার	–	চালানোর
কাড়িয়া	–	কেড়ে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

বিজয়, উন্নত, আলোকিত, পবিত্র, কার্যকর।

উত্তর :

মূল শব্দ		**বিপরীত শব্দ**
বিজয়	–	পরাজয়
উন্নত	–	অনুন্নত
আলোকিত	–	অন্ধকারাচ্ছন্ন
পবিত্র	–	অপবিত্র
কার্যকর	–	অকার্যকর

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

মঙ্গল, ফুল, প্রাণ, শির, সূচনা, প্রখ্যাত, অবধারিত।

উত্তর :

মূল শব্দ		**সমার্থক শব্দ**
মঙ্গল	–	শুভ, কল্যাণ।
ফুল	–	পুষ্প, কুসুম।
প্রাণ	–	জীবন, জান।
শির	–	মস্তক, মাথা।
সূচনা	–	শুরব, আরম্ভ।
প্রখ্যাত	–	নামকরা, বিখ্যাত।
অবধারিত	–	অনিবার্য, সুনিশ্চিত।

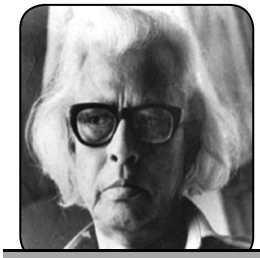

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

স্বদেশ

আহসান হাবীব

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১) ছেলেটি কোথায় বসে আছে?
ক নদীর ধারে খ পুকুর পাড়ে
গ বনের ধারে ঘ সমুদ্র পাড়ে

২) ছেলেটি কখন মনে মনে প্রকৃতির ছবি আঁকে?
ক সারা সকাল খ সারা রাত
গ যখন ইচ্ছে হয় ঘ যখন ঘুমুতে যায়

৩) ছেলেটির ছবিতে কোনটি আছে?
ক জারুল গাছ খ জাম গাছ
গ জলপাই গাছ ঘ জবা গাছ

৪) নানান কাজের মানুষদের বেশ কেমন?
ক একই রকম খ বিভিন্ন রকম
গ হলুদ রঙের ঘ সোনালি রঙের

৫) মাঠের মানুষ কোথায় যায়?
ক হাটে খ ঘাটে
গ মাঠে ঘ বাটে

৬) ছেলেটির মুখ সারা দেশের সব ছেলের মুখের মতোই–
ক সুন্দর খ শ্যাম বর্ণের
গ টকটকে লাল ঘ কুৎসিত

৭) 'স্বদেশ' কবিতার ছেলেটিকে কী বলা যায়?
ক সংগীতশিল্পী খ অভিনয়শিল্পী
গ নৃত্যশিল্পী ঘ চিত্রশিল্পী

৮) 'স্বদেশ' কবিতায় বাংলাদেশকে কিসের মতো বলা হয়েছে?
ক নদীর মতো খ ছবির মতো
গ পাহাড়ের মতো ঘ স্বপ্নের মতো

৯) 'স্বদেশ' কবিতায় বর্ণিত ছেলেটির নেই–
ক প্রকৃতি দেখার সময় খ ছবি আঁকার আগ্রহ
গ প্রকৃতি দেখার ইচ্ছা ঘ ছবি আঁকার রং-তুলি

১০) 'বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ'– কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক বাংলাদেশের সবখানে নদী দেখা যায়
খ বাংলাদেশে অল্পসংখ্যক নদী আছে
গ বাংলাদেশের মায়েরা নদীতীরে বাস করেন
ঘ বাংলাদেশের নদীগুলোকে মায়ের মতো ভালোবাসতে হবে

১১) বাংলাদেশকে কোনটি বলা হয়?
ক সোনালি নদীর দেশ
খ সোনালি আঁশের দেশ
গ সোনালি সুখের দেশ
ঘ সোনালি মানুষের দেশ

১২) বাংলাদেশের গ্রাম, শস্যখেত সবকিছুকে কিসের উপাদান বলে মনে হয়?
ক হাটের উপাদান খ মাঠের উপাদান
গ নদীর উপাদান ঘ সমুদ্রের উপাদান

১৩) 'স্বদেশ' কবিতায় কিসের ছবি প্রকাশিত হয়েছে?
ক বাংলাদেশের নানা জাতির মানুষের বৈচিত্র্যের ছবি
খ বাংলাদেশের নানা ধরনের পশুপাখির ছবি
গ বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি
ঘ বাংলাদেশের নামকরা চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবি

১৪) 'স্বদেশ' কবিতায় বর্ণিত ছেলেটি নিজেকে কী বলে পরিচয় দেয়?
ক চিত্রশিল্পী খ ভালোবাসার শিল্পী
গ দেশের মানুষ ঘ কাজের মানুষ

১৫. নদীর তীরে সারি সারি কী রাখা ছিল?
ক জেলেদের জাল খ গাছের গুঁড়ি
গ খড়ের গাদা ঘ নৌকা

১৬. ছেলেটির সারাদিন কীভাবে কাটে?
ক খেলাধূলা করে
খ মাঠের মানুষ আর হাটের মানুষ দেখে
গ পড়াশোনা করে
ঘ বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করে

১৭. 'স্বদেশ' কবিতায় ছেলেটি কীভাবে তার ছবি আঁকে?
ক রং তুলি দিয়ে
খ রং তুলি ছাড়া
গ নিজের মনের মধ্যে
ঘ মা বাবার সহযোগিতা নিয়ে

১৮. 'স্বদেশ' কবিতায় কবি বাংলাদেশের কোন ছবিটি তুলে ধরেছেন?
ক বাংলাদেশের শহরের মানুষের ছবি
খ নদীর পাড়ের জেলেদের ছবি
গ বাংলাদেশের পাহাড়ি মানুষের ছবি
ঘ বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি

১৯. 'এই ছেলেটির মুখ সারাদেশের সব ছেলেদের মুখেতে টুকটুক'– কথাটি কী অর্থে বোঝানো হয়েছে?

ক ছেলেটির মুখের রং
খ ছেলেটির মুখের গড়ন
গ ছেলেটির মুখের প্রতিচ্ছবি
ঘ ছেলেটির মুখের কথা

২০) আছে নানান বেশ। এখানে 'বেশ' বলতে বোঝায়–

(ক) দারবণ (খ) রং (গ) পোশাক (ঘ) সুর

২১) কী দেখে ছেলেটির সারাটা দিন কাটে?

(ক) পাখির ওড়াউড়ি (খ) নদীর জোয়ার
(গ) সমুদ্রের ঢেউ (ঘ) নানা রকম মানুষ

২২) 'কড়ি' হলো এক ধরনের–

(ক) ওষধি গাছ (খ) গ্রামীণ খাবার
(গ) ছোট নৌকা (ঘ) ছোট সাদা ঝিনুক

২৩) ছেলেটি ছবিটিকে–

(ক) খাতায় আঁকে (খ) কল্পনায় আঁকে
(গ) আঁকতে পারে না (ঘ) দেখতে পায় না

২৪) কবিতাংশে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?

(ক) বাংলাদেশের ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য
(খ) বাংলাদেশের নানা জাতির মানুষের কথা
(গ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য
(ঘ) বাংলাদেশের নদ–নদীর কথা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১) ক নদীর ধারে
২) গ যখন ইচ্ছে হয়
৩) ক জারবল গাছ
৪) খ বিভিন্ন রকম
৫) গ মাঠে
৬) ক সুন্দর
৭) ঘ চিত্রশিল্পী
৮) খ ছবির মতো
৯) ঘ ছবি আঁকার রং-তুলি
১০) ক বাংলাদেশের সবখানে নদী দেখা যায়
১১) খ সোনালি আঁশের দেশ
১২) খ মাঠের উপাদান
১৩) গ বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি
১৪) খ ভালোবাসার শিল্পী
১৫. ঘ নৌকা
১৬. খ মাঠের মানুষ আর হাটের মানুষ দেখে
১৭. গ নিজের মনের মধ্যে
১৮. ঘ বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি
১৯. গ ছেলেটির মুখের প্রতিচ্ছবি
২০) (গ) পোশাক;
২১) (ঘ) নানা রকম মানুষ;
২২) (ঘ) ছোট সাদা ঝিনুক;
২৩) (খ) কল্পনায় আঁকে;
২৪) (খ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১) ছেলেটি কোথায় বসে কীভাবে ছবি আঁকছে?

উত্তর : ছেলেটি নদীর ধারে একলা বসে মনে মনে ছবি আঁকছে।

২) জারবল গাছে থাকা পাখি দুটি কোন রঙের?

উত্তর : জারবল গাছে থাকা পাখি দুটি হলুদ রঙের।

৩) 'কে তুমি ভাই'– জিজ্ঞেস করলে ছেলেটি কী জবাব দেয়?

উত্তর : 'কে তুমি ভাই'– জিজ্ঞেস করলে ছেলেটি হেসে জবাব দেয়– 'ভালোবাসার শিল্পী আমি'।

৪) বাংলাদেশকে ছবির মতো দেশ বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : বাংলাদেশে আছে নদী, পাহাড়, সাগরসহ প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান। সবুজ ফসলের খেত, ছায়াঘেরা গ্রাম, গাছে গাছে পাখি–সব মিলিয়ে বাংলাদেশের প্রকৃতি অতুলনীয়। যেন শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি। ছবির নানা রঙের মতোই নানা ঋতুতে এ দেশের প্রকৃতিরও রং বদলায়। এ কারণেই বাংলাদেশকে ছবির মতো দেশ বলা হয়েছে।

৫) ছেলেটির মনে দেশের জন্য মমতা ও ভালোবাসার অনুভূতি তৈরি হচ্ছে কীভাবে?

উত্তর : ছেলেটি বসে বসে প্রাণভরে স্বদেশের সৌন্দর্য দেখছে। নদীর জোয়ার, নদীতীরে বেঁধে রাখা নৌকা, গাছে গাছে পাখির কলতান– এ সবই তার মনে দেশের জন্য মায়া–মমতা ও ভালোবাসার অনুভূতি জোগাচ্ছে।

৬) ফসলের মাঠে ঢেউ খেলে গেলে কী মনে হয়?

উত্তর : ফসলের মাঠে ঢেউ খেলে গেলে মনে হয় যেন সারা মাঠে নদীর ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে।

৭) গ্রামবাংলার কোন ছবিটি আমাদের চেনা?

উত্তর : বাংলাদেশের সর্বত্রই নদী দেখা যায়। গ্রামবাংলার নদী, নদীর জোয়ার, ঘাটে বাঁধা সারি সারি নৌকা–এই সব মিলে যে ছবি সেটি আমাদের চেনা।

৮) কোন ছবিটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না?

উত্তর : বাংলাদেশের ছবির মতো সৌন্দর্য টাকা দিয়ে কেনা যায় না। বাংলাদেশ শস্য–শ্যামল চির সবুজের দেশ। এদেশে আছে নদী, পাহাড়, সাগরের অপূর্ব সমাহার। গাছে গাছে পাখির কলতান। শান্ত-শ্যামল

বাংলাদেশের এই ছবি টাকা-পয়সা দিয়ে কেনা সম্ভব নয়।

৯) 'স্বদেশ' কবিতায় কী দেখে ছেলেটির দিন কেটে যায়?

উত্তর : বাংলাদেশের প্রকৃতি আর মানুষের জীবনযাত্রা দেখে ছেলেটির সারাটা দিন কাটে।
এ দেশে রয়েছে শস্য–শ্যামল মাঠের পর মাঠ। মাঠে মাঠে মানুষ কাজ করে। হাটের মানুষেরা হাটে যায়। এসব দেখেই ছেলেটির সারাদিন কেটে যায়।

১০) 'সব মিলে এক ছবি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশ ছবির মতো সুন্দর একটি দেশ– এ বিষয়টি বোঝাতেই কথাটি বলা হয়েছে।
সবুজ গাছপালা, নদী–নালা, পাহাড়, সমুদ্র সবকিছুর সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের এই দেশ। একেক ঋতুতে এ দেশের প্রকৃতির চেহারা হয় একেক রকমের। এ দেশে রয়েছে নানা ধরনের মানুষের বসতি। সবকিছু মিলে গোটা দেশটাই যেন হাজার রঙে আঁকা মনভোলানো এক ছবি।

১১) কিসের শেষ দেখা যাচ্ছে না?

উত্তর : মাঠের পর কেবলই মাঠের দেখা পাওয়া যাচ্ছে, এর শেষ দেখা যাচ্ছে না।

১২) ছেলেটি কখন ছবি আঁকে? ছেলেটি মনে মনে কিসের ছবি আঁকে?

উত্তর : ছেলেটি যখন ইচ্ছে হয় তখনই ছবি আঁকে। ছেলেটি মনে মনে বাংলাদেশের প্রকৃতির একটি অপরূ প ছবি আঁকে।

১৩) 'এমনি পাওয়া এই ছবিটি কড়িতে নয় কেনা।'– কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : বাংলাদেশের প্রকৃতি অত্যন্ত নজরকাড়া। যেন শিল্পীর রং–তুলিতে আঁকা। বাংলাদেশের প্রকৃতির এই ছবি টাকা–পয়সা দিয়ে কেনা সম্ভব নয়– এ কথাটিই এখানে বলা হয়েছে।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : বাংলাদেশের মাঠে মাঠে ফসলের খেত। যত দূর চোখ যায় কেবল মাঠের পর মাঠই চোখে পড়ে। এদেশের মানুষ, প্রকৃতি সবই সুন্দর। একটি ছেলে বসে বসে এসব দুচোখ ভরে দেখে আর মনে মনে ছবি আঁকে। বাংলাদেশের এই ছবির মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য টাকা–পয়সার বিনিময়ে পাওয়া সম্ভব নয়।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের কবিতাংশটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে ॥
জানি নে তোর ধনরতন
আছে কি না রানির মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন বনেতে জানি নে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কেন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে ॥
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১) বাংলাদেশকে সকল দেশের রানি বলা যায়–
(ক) ধনরত্ন আছে বলে
(খ) এদেশে অনেক মানুষ বলে
(গ) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে
(ঘ) বিশ্বকে শাসন করে বলে

২) কবিতাংশের কোন শব্দটির সাথে 'চোখ' শব্দটির অর্থ মিলে যায়?
(ক) অঙ্গ (খ) নয়ন
(গ) জনম (ঘ) হাসি

৩) কবিতাংশের মূলভাব হলো –
(ক) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা
(খ) জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা
(গ) জননীর স্নেহের কথা
(ঘ) মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা

৪) কবিতাংশে উলেরখিত 'মা' হচ্ছেন কবির–
(ক) জন্মদাত্রী মা (খ) মাতৃভাষা
(গ) মাতৃভূমি (ঘ) সৎমা

৫) কোনটি করতে পারলে আমাদের জন্ম সার্থক হবে?
(ক) দেশের জন্য কাজ করতে পারলে
(খ) দেশের বাইরে যেতে পারলে
(গ) নয়ন মুদতে পারলে
(ঘ) ধনরতন সংগ্রহ করতে পারলে

উত্তর : ১) (ক) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে; **২)** (খ) নয়ন; **৩)** (খ) জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা; **৪)** (গ) মাতৃভূমি; **৫)** (ক) দেশের জন্য কাজ করতে পারলে।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
সার্থক	সফল।
অঙ্গ	দেহ।
আকুল	উতলা, অভিভূত।
গগন	আকাশ।
আঁখি	চোখ।
মুদব	বন্ধ করব।

ক) খুকী নতুন পুতুলের জন্য ——— হয়ে আছে।
খ) শিশুটির সারা ——— ঘামে ভেজা।
গ) পূর্ব ——— সূর্যালোকে আলোকিত হয়ে আছে।
ঘ) খুকির ——— অশ্রুতে ছলছল করছে।

ঙ) মায়ের আশীর্বাদ পেলে সন্তানের জীবন ——— হয়।

উত্তর : ক) আকুল; **খ)** অজ্ঞা; **গ)** গগন; **ঘ)** আঁখি; **ঙ)** সার্থক।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) কবি নিজেকে সার্থক মনে করেছেন কেন? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : এ দেশে জন্মগ্রহণ করে কবির জন্ম ধন্য হয়েছে। জন্মভূমির রূ প–সুধা কবির প্রাণকে আকুল করে। এদেশকে কবি মায়ের মতোই গভীরভাবে ভালোবেসেছেন। এভাবে জন্মভূমিকে ভালোবাসতে পেরে কবি নিজেকে সার্থক মনে করেছেন।

খ) জন্মভূমির প্রতি কবির ভালোলাগার নমুনা পাঁচটি বাক্যে তুলে ধর।

উত্তর : জন্মভূমির প্রতি কবির ভালোলাগা অপরিসীম। পাঁচটি বাক্যে তার নমুনা তুলে ধরা হলো–

১) কবি এ দেশে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে সার্থক মনে করেছেন।
২) জন্মভূমির শীতল ছায়া কবির অন্তরকে প্রশান্ত করে।
৩) কবি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ দেশেই থাকতে চান।
৪) এদেশের বনের ফুলের গন্ধ তাঁকে আকুল করে।
৫) জীবনের শুরবতে এদেশের আলো দেখেছেন বলে এই আলোতে চোখ রেখেই কবি মৃত্যুবরণ করতে চান।

গ) কবি কেন এদেশের মাটিতেই মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছেন? পাঁচটি বাক্যে বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : নিচে পাঁচটি বাক্যে কবির এদেশে মৃত্যুবরণ করতে চাওয়ার কারণ বুঝিয়ে লেখা হলো–

১) জন্মভূমির রূ পে কবির মন-প্রাণ জুড়িয়েছে।
২) এ দেশে জন্ম নিয়ে কবি নিজের জন্মকে সার্থক বলে মনে করেছেন।
৩) কবি এদেশকে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছেন।
৪) জন্মভূমিকে কবি মায়ের মতো মনে করেছেন।
৫) তাই এই প্রিয় জন্মভূমিতে থেকেই কবি তাঁর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চান।

ঘ) দেশকে ঘিরে তোমার ভাবনার কথা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : দেশকে ঘিরে আমারে ভাবনা পাঁচটি বাক্যে তুলে ধরা হলো–

১) আমাদের দেশটির প্রকৃতি খুব সুন্দর।
২) এদেশে জন্মগ্রহণ করে আমি সার্থক হয়েছি।
৩) আমি আমার দেশকে অনেক ভালোবাসি।
৪) আমি এদেশের মাটিতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই।
৫) আমি দেশের কল্যাণে অবদান রাখতে চাই।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ**

স্ব, ল্প, তৃ, ত্র, ক্র।

উত্তর :

স্ব = স + ব–ফলা (্ব) — স্বর
– তার গলার স্বর ভালো নয়।
ল্প = ল + প — অল্প
– অল্প আলোতে পড়া ঠিক না।
তৃ = ত + ঋ–কার (ৃ) — তৃষ্ণা
– আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে।
ত্র = ত + র–ফলা (্র) — এইমাত্র
– এইমাত্র বাড়ি ফিরলাম।
ক্র = ক + র–ফলা (্র) — ক্রমশ
– সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ক্রমশ কমছে।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূ প লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) উত্তমরূ পে ফলবতী; **খ)** যিনি কোনো শিল্পকলার চর্চা করেন;
গ) নানা ধরনের পাখি; **ঘ)** নদী মাতা যার;
ঙ) বারণ করা হয়নি এমন।

উত্তর : ক) সুফলা; **খ)** শিল্পী; **গ)** পাখপাখালি; **ঘ)** নদীমাতৃক; **ঙ)** অবারিত।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূ প লেখ।**

বসিয়া, আঁকিতে, চলিয়াছে, দেখিতেছে, জোগাইতেছে, বদলাইয়া।

উত্তর :

সাধু রূ প		চলিত রূ প
বসিয়া	—	বসে
আঁকিতে	—	আঁকতে
চলিয়াছে	—	চলেছে
দেখিতেছে	—	দেখছে
জোগাইতেছে	—	জোগাচ্ছে
বদলাইয়া	—	বদলে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

চেনা, আপন, কেনা, শেষ, প্রশ্ন, হাসি।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
চেনা	–	অচেনা
আপন	–	পর
কেনা	–	বেচা
শেষ	–	শুরব
প্রশ্ন	–	উত্তর
হাসি	–	কান্না

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

বাড়ি, নদী, ভাই, ছবি, বাগান।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
বাড়ি	–	গৃহ, আলয়।
নদী	–	স্রোতস্বিনী, গাঙ।
ভাই	–	ভ্রাতা, সহোদর।
ছবি	–	চিত্র, প্রতিকৃতি।
বাগান	–	কানন, বাগিচা।

কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখন এবং কবিতা, কবির নাম ও প্রশ্নোত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

এক পাশে তার জারবল গাছে
এই ছবিটি আঁকি,
এমনি পাওয়া এই ছবিটি
দুটি হলুদ পাখি–
মনের মধ্যে যখন খুশি
কড়িতে নয় কেনা।

ক) কবিতার লাইনগুলো পর পর সাজিয়ে লেখ।
খ) কবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ?
গ) কবিতাটির কবির নাম কী?
ঘ) 'কড়িতে নয় কেনা' বলতে কবি এখানে কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর :

ক) কবিতার লাইনগুলো নিচে পর পর সাজিয়ে লেখা হলো–

মনের মধ্যে যখন খুশি
এই ছবিটি আঁকি,
এক পাশে তার জারবল গাছে
দুটি হলুদ পাখি–
এমনি পাওয়া এই ছবিটি
কড়িতে নয় কেনা।

খ) কবিতাংশটি 'স্বদেশ' কবিতার অংশ।

গ) কবিতাটির কবির নাম আহসান হাবীব।

ঘ) কবি মনে মনে বাংলাদেশের শান্ত–শ্যামল প্রকৃতির ছবি আঁকেন। এ ছবি টাকা–পয়সার বিনিময়ে কেনা যায় না। এটিই বোঝাতে চেয়েছেন কবি।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১) রাজপুত্রের বন্ধু কী করে?
ক মাঠে গরব চরায় খ নদীতে নৌকা বায়
গ খেতে ফসল কাটে ঘ হাটে দোকান চালায়

২) কী করে রাখালবন্ধু খুব সুখ পায়?
ক মাঠে গরব চরিয়ে
খ রাজপুত্রকে বাঁশি শুনিয়ে
গ একা একা ঘুরে বেড়িয়ে
ঘ রাজপুত্রকে গান শুনিয়ে

৩) রাজপুত্র রাজা হয়ে কিসের কথা ভুলে যায়?
ক বন্ধুকে করা প্রতিজ্ঞার কথা
খ বাঁশি বাজানোর কথা
গ রানি কাঞ্চনমালার কথা
ঘ রাজ্য শাসনের কথা

৪) কার কথা রাখালবন্ধুর খুব মনে পড়ে?
ক রাজপুত্রের কথা
খ কাঁকনমালার কথা
গ কাঞ্চনমালার কথা
ঘ অচেনা মানুষটার কথা

৫) রাখালবন্ধু নগরের রাজপ্রাসাদে এসেছিল কেন?
ক রাজপ্রাসাদ দেখতে
খ বন্ধুর সাথে দেখা করতে
গ আসল রানিকে খুঁজতে
ঘ বাঁশি বাজাতে

৬) রাজপ্রাসাদের দরজার রবীরা রাখালবন্ধুকে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি কেন?
ক রাজপুত্র নিষেধ করায়
খ রাখাল গরিব হওয়ায়
গ সাথে বাঁশি না থাকায়
ঘ নকল রানির শাস্তির ভয়ে

৭) সুচরাজা অসুস্থ হলে কে রাজ্যসংসার দেখাশোনার ভার নিয়েছিলেন?
ক কাঞ্চনমালা খ কাঁকনমালা
গ রাখালবন্ধু ঘ মন্ত্রী

৮) কাঁকনমালা রানির কী হতে চেয়েছিল?
ক বন্ধু খ দাসী
গ শত্রব ঘ সখী

৯) কাঞ্চনমালা কী দিয়ে দাসী কিনেছিলেন?
ক সোনার নূপুর খ রুপার নূপুর
গ সোনার কাঁকন ঘ রুপার কাঁকন

১০) নকল রানি কাঞ্চনমালাকে নদীর ঘাটে পাঠিয়েছিল কেন?
ক পানি আনতে খ গোসল করতে
গ কাপড় ধুতে ঘ মাছ ধরতে

১১) রাজপুরীতে গিয়ে অচেনা মানুষ কিসের কথা বলে?
ক সুচ নেওয়ার কথা
খ পিটকুড়ুলির ব্রতের কথা
গ নকল রানির কথা
ঘ রাজার অসুখের কথা

১২) কাঁকনমালা অচেনা মানুষটার গর্দান নিতে কাকে ডেকেছিল?
ক সেনাপতিকে খ মন্ত্রীকে
গ দ্বাররক্ষীকে ঘ জলরাদকে

১৩) অচেনা মানুষটার মন্ত্রে আদেশ পালন করেছিল কোনটি?
ক বাঁশি খ সুচ
গ সুতা ঘ লাঠি

১৪) নকল রানি কীভাবে মারা গিয়েছিল?
ক গর্দান হারিয়ে খ পানিতে ডুবে
গ সুচ বিঁধে ঘ আগুনে পুড়ে

১৫) সুচ রাজা সুচ বেঁধা অবস্থায় ছিলেন–
ক অল্প কিছুদিন খ কয়েক সপ্তাহ
গ কয়েক মাস ঘ বহু বছর

১৬) রাজা তাঁর বন্ধুকে ফিরে পেয়ে তাকে কী বানালেন?
ক ভৃত্য খ রক্ষী
গ সেনাপতি ঘ মন্ত্রী

১৭) রাজা তাঁর বন্ধুকে কী গড়িয়ে দিয়েছিলেন?
ক সোনার বাঁশি খ লোহার বাঁশি
গ রূপার বাঁশি ঘ মুক্তার বাঁশি

১৮) মন্ত্রী হয়ে রাখালবন্ধু সারাদিন কী করত?
ক বাঁশি বাজাত খ কাজ করত
গ রাজার সেবা করত ঘ গরু চরাত

১৯) মনে কষ্ট নিয়ে দুঃখী রাখাল কখন চলে গিয়েছিল?
ক সন্ধ্যাবেলায় খ গভীর রাতে
গ ভোরবেলায় ঘ দুপুর বেলায়

২০) কাঞ্চনমালার একজন দাসী প্রয়োজন ছিল কেন?
ক কাপড়চোপড় ধোয়ার জন্য
খ রান্না–বান্না করার জন্য
গ রাজার শরীর থেকে সুচ খোলার জন্য
ঘ রাজ্যপাট চালানোর জন্য

২১) রানি কাঁকনমালার কাছে কী রেখে নদীতে ডুব দিতে গিয়েছিলেন?
ক সিন্দুকের চাবি খ গায়ের গয়না
গ রাজার মুকুট ঘ সোনার বাঁশি

২২) রানি ডুব দিয়ে উঠে কী দেখেন?
ক কাঁকনমালা চলে গেছে
খ কাঁকনমালা মারা গেছে
গ কাঁকনমালা রানি সেজেছে
ঘ কাঁকনমালা দাসী হয়ে গেছে

২৩) কাঞ্চনমালা কী পিঠা বানিয়েছিলেন?
ক পাটিসাপটা পিঠা খ আস্কে পিঠা
গ চন্দ্রপুলী পিঠা ঘ ভাপা পিঠা

২৪) অনুচ্ছেদে মূলত প্রকাশিত হয়েছে–
(ক) রাজাদের বিলাসী জীবন যাপনের কথা
(খ) রাজার কষ্টের জীবনের কথা
(গ) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কুফলের কথা
(ঘ) বন্ধুত্বের ভালোবাসার কথা

২৫) 'নিঝুম' শব্দের অর্থ কী?
(ক) গভীর রাত (খ) সম্পূর্ণ নীরব
(গ) মধ্য দুপুর (ঘ) জনমানবহীন

২৬) 'অগুনতি' শব্দের অর্থ হলো–
(ক) অসংখ্য (খ) নতুন
(গ) অল্প (ঘ) পুরাতন

২৭) রাজার জীবনে কষ্ট নেমে এলো কেন?
(ক) রাজা হওয়ার কারণে
(খ) প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেননি তাই
(গ) সুখী হতে চেয়েছিলেন বলে
(ঘ) অঙ্গীকার পূরণ করার কারণে

২৮) কোনটি রাজার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ফল?
(ক) রাখালের বন্ধুত্ব লাভ
(খ) রাজার সারা শরীর সুচবিদ্ধ হওয়া
(গ) রাজার চারদিকে সুখ আর সুখ
(ঘ) কাঞ্চনমালার পরিণতি

২৯) 'অচিন মানুষ' বলতে বোঝানো হয়েছে লোকটিকে–
(ক) কেউ চেনে না
(খ) সকলেই চেনে
(গ) কেউ ভালোবাসে না
(ঘ) সকলেই ভালোবাসে

৩০) 'ব্রত' শব্দের অর্থ কী?
(ক) অপরাধ (খ) সম্মান
(গ) হিংসা (ঘ) প্রতিজ্ঞা

৩১) লোকে কী বুঝতে পারল?
(ক) কাঁকনমালা আসল রানি
(খ) কাঞ্চনমালা আসল রানি
(গ) কাঁকনমালা অনেক গুণবতী
(ঘ) কাঞ্চনমালা নকল রানি

৩২) অচিন মানুষটার কিসের কারণে সবাই নকল রানিকে চিনতে পারে?
(ক) শক্তির কারণে (খ) মন্ত্রের কারণে
(গ) বুদ্ধির কারণে (ঘ) দয়ার কারণে

৩৩) অচিন মানুষটার হুকুমে এক গোছা সুতা কাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে?
(ক) কাঞ্চনমালাকে (খ) কাঁকনমালাকে
(গ) রাজাকে (ঘ) জলরাদকে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১) ক মাঠে গরু চরায়
২) খ রাজপুত্রকে বাঁশি শুনিয়ে
৩) ক বন্ধুকে করা প্রতিজ্ঞার কথা
৪) ক রাজপুত্রের কথা

৫) ⓚ বন্ধুর সাথে দেখা করতে
৬) ⓚ রাখাল গরিব হওয়ায়
৭) ⓚ কাঞ্চনমালা
৮) ⓚ দাসী
৯) ⓖ সোনার কাঁকন
১০) ⓖ কাপড় ধুতে
১১) ⓚ পিটকুড়ুলির ব্রতের কথা
১২) ⓖ জলরাদকে
১৩) ⓖ সুতা
১৪) ⓖ সুচ বিঁধে
১৫) ⓖ বহু বছর
১৬) ⓖ মন্ত্রী
১৭) ⓚ সোনার বাঁশি
১৮) ⓚ কাজ করত
১৯) ⓚ সন্ধ্যাবেলায়
২০) ⓖ রাজার শরীর থেকে সুচ খোলার জন্য
২১) ⓚ গায়ের গয়না
২২) ⓖ কাঁকনমালা রানি সেজেছে
২৩) ⓖ চন্দ্রপুলী পিঠা
২৪) (গ) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কুফলের কথা;
২৫) (খ) সম্পূর্ণ নীরব;
২৬) (ক) অসংখ্য;
২৭) (খ) প্রতিজ্ঞা রৰা করেননি তাই;
২৮) (খ) রাজার সারা শরীর সুচবিদ্ধ হওয়া।
২৯) (ক) কেউ চেনে না;
৩০) (ঘ) প্রতিজ্ঞা;
৩১) (খ) কাঞ্চনমালা আসল রানি;
৩২) (গ) বুদ্ধির কারণে;
৩৩) (ঘ) জলরাদকে।

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১) **রাজপুত্র কোথায় বসে রাখালবন্ধুর বাঁশি শুনত?**
উত্তর : রাজপুত্র গাছতলায় বসে রাখালবন্ধুর বাঁশি শুনত।

২) **রাজপুত্র রাখালবন্ধুর কথা ভুলে যায় কেন?**
উত্তর : রাজপুত্র একসময় রাজা হয়। লোকলস্কর আর সৈন্য সামন্তে তার রাজপুরী গমগম করে। রাজপুরী আলো করে থাকে রানি কাঞ্চনমালা। চারদিকে সুখ আর সুখ। এমন সুখের মাঝে, রাখালবন্ধুর কথা আর মনে থাকে না রাজার।

৩) **রাজা কেন মনে করলেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণেই তাঁর এই দশা?**
উত্তর : ছোটবেলায় রাখালবন্ধুর কাছে রাজা একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তা হলো, রাজা হলে তিনি রাখালবন্ধুকে তাঁর মন্ত্রী বানাবেন। কিন্তু রাজা হওয়ার পর তিনি বন্ধুকে ভুলে যান। হঠাৎ একদিন রাজা ঘুম ভেঙে দেখেন তাঁর সারা শরীরে সুচ বেঁধা। রাজা বোঝেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন বলেই তাঁর এই দশা। কথা দিয়ে কথা না রাখলে এভাবেই কষ্ট পেতে হয়।

৪) **তোমার মা বাড়িতে কী ধরনের পিঠা বানায় লেখ।**
উত্তর : আমার মা বাড়িতে নানা রকম মজার পিঠা বানায়। যেমন– পুলি পিঠা, ভাপা পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, চিতই পিঠা, সেমাই পিঠা ইত্যাদি।

৫) **অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রৰার জন্য এগিয়ে না এলে কী হতো?**
উত্তর : অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রৰার জন্য এগিয়ে না এলে রাজার মহাবিপদ হতো। রাজাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হতো। যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে একসময় মারা যেতেন। নকল রানি কাঁকনমালার অত্যাচার আরও বাড়ত। কাঞ্চনমালার দুঃখের সীমা থাকত না।

৬) **তুমি কি মনে কর অচেনা লোকটির কারণেই রাজার প্রাণ রৰা পেল?**
উত্তর : অচেনা লোকটিই মন্ত্র বলে রাজার শরীর থেকে সব সুচ খুলে নেয়। শুধু তাই নয়, নকল রানিকেও মন্ত্রের মাধ্যমে কঠিন সাজা দেয়। সে সাহায্য না করলে রাজা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে প্রাণ হারাত। তাই আমি মনে করি, অচেনা লোকটির কারণেই রাজার প্রাণ রৰা পেয়েছে।

৭) **গল্পটা তোমার কেমন লেগেছে? কেন এমন লেগেছে?**
উত্তর : গল্পটা আমার খুব ভালো লেগেছে। রূপকথার গল্প পড়তে বা শুনতে আমার সবসময়ই ভালো লাগে। পাশাপাশি গল্পটি থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা, কথা দিয়ে কথা না রাখার পরিণাম, প্রতারণা ও অহংকার করার পরিণাম ইত্যাদি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি। তাই সব মিলিয়ে গল্পটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

৮) **কীভাবে লোকেরা নকল রানিকে বুঝে ফেলল?**
উত্তর : নকল রানি আর আসল রানির গুণের পার্থক্য দেখেই লোকেরা নকল রানিকে চিনে ফেলল।
নকল রানি যে পিঠা বানিয়েছিল তা মুখেই দেওয়া যায় না। আসল রানির পিঠা মুখে দেওয়ামাত্রই সবার মন ভরে যায়। নকল রানির আঁকা আল্পনা দেখতে হয় খুবই অসুন্দর। অন্যদিকে আসল রানি আল্পনায় আঁকেন সুন্দর সুন্দর নকশা। এসব দেখেই সবাই বুঝে গেল কে আসল রানি, আর কে দাসী।

৯) **রাজা কীভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন?**
উত্তর : রাজা রাখালবন্ধুকে মন্ত্রী বানিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন।

১০) **কী শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে?**
উত্তর : রাখালবন্ধুর বাঁশি শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে।

১১) **'চারদিকে তার সুখ'– কথাটি ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : রাজপুত্র একসময় রাজা হয়। লোকলস্কর আর সৈন্যসামন্তে রাজপুরী গমগম করে। রাজপুরী আলো করে থাকেন রানি কাঞ্চনমালা। রাজার সুখের শেষ থাকে না।

১২) রানি নদীতে ডুব দিতে গেলে চোখের পলকে কী হয়ে গেল?

উত্তর : রানি নদীতে ডুব দিতে গেলে চোখের পলকে কাঁকনমালা রানির সব গয়না আর শাড়ি পরে নিজেই রানি সেজে যায়।

১৩) আসল রানি ও নকল রানির আচরণে কী তফাৎ ছিল?

উত্তর : আসল রানি কাঞ্চনমালা ছিলেন দয়ালু, মায়াবতী। অন্যদিকে নকল রানি কাঁকনমালা ছিল দাম্ভিক ও নির্দয়। তার অত্যাচারে রাজপুরীর সবাই অতিষ্ঠ হয়ে যায়।

১৪) সুচরাজার কষ্টের সীমা থাকে না কেন?

উত্তর : সুচরাজার সারা শরীরে সুচ বিঁধে যাওয়ায় তাঁর খুব কষ্ট। তাঁর সারা শরীর ব্যথায় টনটন করে, চিনচিন করে জ্বলে, গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে বসে। তাঁর সেবা করার জন্য কেউ থাকে না। তাই রাজার কষ্টের সীমা থাকে না।

১৫) কাঁকনমালার বানানো পিঠা কেমন ছিল?

উত্তর : কাঁকনমালার বানানো পিঠা ছিল খুবই বিস্বাদ। সে পিঠা কেউ মুখেই তুলতে পারেনি।

১৬) নকল রানি কীভাবে মারা যায়?

উত্তর : অচেনা লোকটা মন্ত্রবলে নকল রানিকে উচিত শিৰা দেয়। তার মন্ত্রের জোরে রাজার শরীর থেকে সব সুচ বেরিয়ে নকল রানির চোখে মুখে গিয়ে বিঁধে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নকল রানির মৃত্যু হয়।

১৭) রাজা তাঁর বন্ধুর কাছে ৰমা চান কেন?

উত্তর : রাজা তাঁর বন্ধুকে কথা দিয়ে কথা রাখেননি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধের জন্য রাজা বন্ধুর কাছে কেঁদে কেঁদে ৰমা চান।

১৮) রাজপুত্র তার বন্ধুর কাছে কী প্রতিজ্ঞা করেছিল?

উত্তর : রাজপুত্র তার বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে বড় হয়ে যখন রাজা হবে তখন রাখালবন্ধুকে তার মন্ত্রী বানাবে।

১৯) রৰীরা রাখালকে প্রাসাদে ঢুকতে দিল না কেন?

উত্তর : রাখাল ছিল অনেক গরিব। এ কারণে রৰীরা তাকে প্রাসাদে ঢুকতে দিল না।

২০) রাজার শরীর কখন সুচবেঁধা হয়ে যায়?

উত্তর : রাখালবন্ধুর সাথে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পর এক রাতে রাজা ঘুমাতে যান। আর ঘুমের ভেতরেই তাঁর সমস্ত শরীর সুচবেঁধা হয়ে যায়।

২১) কাঁকনমালা কে? কেন তার এমন নাম?

উত্তর : কাঁকনমালা হলো কাঞ্চনমালার কেনা দাসী। কাঞ্চনমালা তাকে কাঁকনের বিনিময়ে কিনেছিলেন বলেই তার নাম কাঁকনমালা।

২২) কাঁকনমালা কাঞ্চনমালার সাথে কেমন আচরণ করে? কেন করে?

উত্তর : কাঁকনমালা কাঞ্চনমালার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। রানি কাঞ্চনমালা নিজের গায়ের গয়নাগুলো তার কাছে রেখে নদীতে ডুব দিতে যান। এই ফাঁকে কাঁকনমালা রানির গয়না নিজের শরীরে পরে রানি হয়ে যায়, আর কাঞ্চনমালা হন দাসী। তারপর সে কাঞ্চনমালাকে দিয়ে রাজবাড়ির সব কাজকর্ম করিয়ে তাঁকে অনেক কষ্ট দেয়। কাঁকনমালা লোভী ও অহংকারী হওয়ার কারণেই কাঞ্চনমালার সাথে এ ধরনের আচরণ করে।

২৩) কাঞ্চনমালা কোথায় অচেনা মানুষের দেখা পায়?

উত্তর : একদিন কাঞ্চনমালা কাপড় ধুতে নদীর ঘাটে যাচ্ছিলেন। তখন বনের পাশে এক গাছের তলায় তিনি অচেনা মানুষের দেখা পান।

২৪) অচেনা মানুষ কীভাবে সুচরাজা ও কাঞ্চনমালাকে উদ্ধার করে?

উত্তর : অচেনা মানুষটি তার বুদ্ধি ও মন্ত্রের জোরে সুচরাজা ও কাঞ্চনমালাকে উদ্ধার করে। সে পিটকুড়ুলির ব্রতের কথা বলে কাঁকনমালা ও কাঞ্চনমালাকে দিয়ে পিঠা বানানো, আল্পনা দেওয়া ইত্যাদি কাজ করায়। দুজনের কাজের পার্থক্য থেকে সবাই বুঝে যায় কে আসল রানি আর কে নকল রানি। এরপর অচেনা মানুষটার মন্ত্রবলে রাজার শরীরের সব সুচ নকল রানির চোখে মুখে গিয়ে বিঁধে এবং তার মৃত্যু হয়। এভাবেই অচেনা মানুষটা নানা কৌশলে কাঞ্চনমালা আর সুচরাজার কষ্ট দূর করে।

২৫) কাঞ্চনমালা কী কী পিঠা বানায়?

উত্তর : কাঞ্চনমালা চন্দ্রপুরী, মোহনবাঁশি, ৰীরমুরলী ইত্যাদি পিঠা বানায়।

২৬) কার আল্পনা দেওয়া ভালো হয়েছিল? কেন?

উত্তর : কাঞ্চনমালার আল্পনা দেওয়া ভালো হয়েছিল। কাঞ্চনমালা ও কাঁকনমালা দুজনেই উঠানে আল্পনা দিয়েছিল। নকল রানি কাঁকনমালা কেবল এখানে ওখানে খাবলা খাবলা রং দিয়ে আল্পনা করে। তাতে ছিল না কোনো সৌন্দর্য। অন্যদিকে কাঞ্চনমালা পদ্মলতা, সোনার সাত কলস, ধানের ছড়া, ময়ূর–পুতুল ইত্যাদি নানা রকম চোখ জুড়ানো নকশা আঁকেন।

২৭) অচেনা মানুষ যে ব্রতটার কথা বলে তার নাম কী? এই ব্রতের দিন রানিদের কী করতে হয়?

উত্তর : অচেনা মানুষ যে ব্রতটার কথা বলে তার নাম হলো পিটকুড়ুলির ব্রত। এই ব্রতের দিন রানিদের পিঠা বিলাতে হয়।

২৮) রাজপুত্র তার বন্ধুর কাছে কী প্রতিজ্ঞা করেছিল?

উত্তর : রাজপুত্র তার বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে বড় হয়ে যখন রাজা হবে তখন রাখালবন্ধুকে তার মন্ত্রী বানাবে।

২৯) রাজা কীভাবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন?

উত্তর : রাজা হলে রাখালবন্ধুকে তাঁর মন্ত্রী বানাবেন–এই ছিল রাজার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু রাজা হওয়ার পর অনেক সুখের মাঝে তিনি বন্ধুর কথা ভুলে যান। এভাবেই তিনি বন্ধুকে দেওয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন।

৩০) কী কারণে রাজা দুর্দশায় পড়েন? শরীরে সুচ গেঁথে যাওয়ায় রাজার কী অবস্থা হলো?

উত্তর : প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে রাজা দুর্দশায় পড়েন। শরীরে সুচ গেঁথে যাওয়ায় রাজা চোখ

মেলতে পারেন না, কথা বলতে পারেন না, শুতে পারেন না, খেতেও পারেন না। এককথায় রাজার কষ্টের সীমা থাকে না।

৩১) **পিটকুড়ুলির ব্রতের দিন রানিদের কী বিলানোর নিয়ম?**

উত্তর : পিটকুড়ুলির ব্রতের দিন রানিদের পিঠা বিলানোর নিয়ম।

৩২) **কাঞ্চনমালা আল্পনায় কী আঁকেন?**

উত্তর : কাঞ্চনমালা আল্পনায় আঁকেন পদ্মলতা। আর তার পাশে আঁকেন সোনার সাত কলস, ধানের ছড়া, ময়ূর পুতুল।

৩৩) **কাঁকনমালা অচেনা মানুষ আর কাঞ্চনমালার গর্দান নেওয়ার হুকুম দেয় কেন?**

উত্তর : অচেনা লোকটির বুদ্ধিতে নকল রানি কাঁকনমালার কুকীর্তি সবার কাছে প্রকাশ হয়ে যায়। সবাই বুঝতে পারে কে আসল রানি, আর কে দাসী। কাঁকনমালা তাই রেগে গিয়ে অচেনা মানুষ আর কাঞ্চনলামার গর্দান নেওয়ার হুকুম দেয়।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : রাজপুত্র আর রাখাল ছেলের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। রাজপুত্র বন্ধুকে কথা দেয় যে, সে রাজা হলে বন্ধুকে তার মন্ত্রী বানাবে। কিন্তু রাজা হওয়ার পর সে তার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যায়। একদিন ঘুমের ভেতর রাজার সারা শরীর সুচবেঁধা হয়ে যায়। তাঁর কষ্টের সীমা থাকে না। রাজা বুঝতে পারেন যে বন্ধুকে দেওয়া কথা না রাখার কারণেই আজ তাঁর এ দুর্দশা।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : অচেনা মানুষের কথায় কাঁকনমালা ও কাঞ্চনমালা পিটকুড়ুলির ব্রত পালন করে। বোঝে কে আসল রানি, আর কে দাসী। নিজের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় কাঁকনমালা ভীষণ রেগে যায়। জলরাদকে হুকুম দেয় অচেনা মানুষ আর কাঞ্চনমালার গর্দান নিতে। কিন্তু অচেনা মানুষটা মন্ত্রের মাধ্যমে জলরাদকে বেঁধে ফেলে।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল এক রানি ও তিন কন্যা। রাজ্যে সুখ ও শান্তি বিরাজ করছিল। রাজা একদিন তিন কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তাঁকে কী রকম ভালোবাসে? প্রথম দুই কন্যা যথাক্রমে চিনি ও মিষ্টির সঙ্গে তুলনা করে নিজেদের ভালোবাসার কথা বলল। রাজা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু ছোট কন্যা পারবল রাজার প্রতি তার ভালোবাসাকে নুনের সঙ্গে তুলনা করলে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বনবাসে পাঠালেন। গহিন অরণ্যে পরিরা ও বনের জীবজন্তু তার সঙ্গী হলো। একদিন রাজা শিকারে এলেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি ছোট কন্যার কুটিরে খেতে বসলেন। পরিদের সাহায্য নিয়ে পারবল পোলাও, কোরমা, রেজালাসহ অনেক ধরনের খাবার রান্না করেছিল। কিন্তু সব খাবারই ছিল নুন ছাড়া। ফলে খাবার হলো বেজায় বিস্বাদ। রাজা কোনো খাবার মুখেই তুলতে পারলেন না। বিস্বাদ খাবারের জন্য রাজা খুব বিরক্ত হলেন। তখন পারবল নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'বাবা, আমাকে চিনতে পারছেন? মনে আছে, আমি বলেছিলাম– আপনাকে আমি নুনের মতো ভালোবাসি।' এ কথায় রাজার ভুল ভাঙল। তিনি ছোট কন্যাকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। সবাই খুশি হলো। রাজার পরিবারে ও রাজ্যে সুখ-শান্তি ফিরে এলো।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১) **রাজা কোনো খাবার খেতে পারলেন না কেন?**
(ক) বিধে ছিল না বলে
(খ) চিনির অভাব ছিল বলে
(গ) নুন বেশি হয়েছিল বলে
(ঘ) নুনের অভাব ছিল বলে

২) **অনুচ্ছেদটি পড়ে বলা যায়–**
(ক) রাজারা সবসময় সুখে থাকেন
(খ) নুনের সাথে কাউকে তুলনা করা উচিত নয়
(গ) নুন খাবারের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান
(ঘ) রাজারা কখনো ভুল করেন না

৩) **'খাওয়ার ইচ্ছা'– এককথায় প্রকাশ কোনটি?**
(ক) ক্ষুধা (খ) ক্ষুধার্ত
(গ) খাদক (ঘ) খাতক

৪) **অনুচ্ছেদটি পড়ে আমরা কী সম্পর্কে ধারণা পাই?**
(ক) কবিতা লেখার নিয়ম (খ) রূপকথার গল্প
(গ) প্রবন্ধ রচনার নিয়ম (ঘ) হাস্যরসাত্মক নাটিকা

৫) **পারবল রান্নায় নুন ব্যবহার করেনি কেন?**
(ক) প্রয়োজন ছিল না বলে
(খ) রুচিকর বলে
(গ) রাজাকে নুনের গুরুত্ব বোঝাতে
(ঘ) রাজার ওপর রাগ করে

উত্তর : ১) (ঘ) নুনের অভাব ছিল বলে; **২)** (গ) নুন খাবারের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান; **৩)** (ক) ক্ষুধা; **৪)** (খ) রূপকথার গল্প; **৫)** (গ) রাজাকে নুনের গুরুত্ব বোঝাতে।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

মূল শব্দ	অর্থ
যথাক্রমে	ক্রম অনুসারে।
বিস্বাদ	কোনো স্বাদ নেই এমন।
বনবাস	বনে বাস করতে পাঠানোর শাস্তি।
ক্রুদ্ধ	রাগান্বিত।
গহিন	গভীর।
বেজায়	ভীষণ।

ক) লোকটির স্পর্ধা দেখে দাদু ——— হলেন।

খ) ——— জঙ্গলে বাঘের বাস।
গ) চিনির অভাবে পায়েস খেতে ——— লাগছে।
ঘ) ছেলেটি ——— দুষ্ট।
ঙ) টুনি গণিত ও বাংলা পরীৰায় ——— ৮৮ ও ৯০ পেয়েছে।

উত্তর : ক) ক্রুদ্ধ; **খ)** গহিন; **গ)** বিস্বাদ; **ঘ)** বেজায়; **ঙ)** যথাক্রমে।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) পারবল সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : পারবল সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য :

১) পারবল ছিল রাজার ছোট কন্যা।
২) পারবল রাজাকে নুনের মতো ভালোবাসে।
৩) পারবলকে বনবাসে পাঠানো হয়েছিল।
৪) পারবল নুন ছাড়াই রাজার জন্য খাবার রান্না করেছিল।
৫) রাজার প্রতি পারবলের ভালোবাসা সত্যি ছিল।

খ) কীভাবে রাজার পরিবারে ও রাজ্যে সুখ শান্তি ফিরে এলো? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ছোট কন্যা পারবলকে বনবাসে পাঠানোয় পরিবার ও রাজ্যে দুঃখের ছায়া নেমে এসেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ঘটনাচক্রে রাজা বুঝতে পারলেন যে তাঁর প্রতি পারবলের ভালোবাসা খাঁটি ছিল। পারবলকে বনবাসে পাঠিয়ে তিনি ভুল করেছিলেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাজা ছোট কন্যাকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনলেন। এতে তাঁর পরিবার ও রাজ্যের সবার মুখে হাসি ফুটল।

গ) রান্নায় পারবলকে কারা সহায়তা করেছিল? রাজা সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।

উত্তর : রান্নায় পারবলকে সহায়তা করেছিল পরিরা। রাজা সম্পর্কে চারটি বাক্য :

১) রাজার ছিল তিন কন্যা।
২) ছোট কন্যা পারবলের ওপর রাজা অসন্তুষ্ট হন।
৩) ছোট কন্যাকে রাজা বনবাসে পাঠান।
৪) নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাজা পারবলকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনেন।

ঘ) ছোট কন্যাকে রাজা বনবাসে পাঠালেন কেন? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : কন্যাদের কাছে রাজার প্রশ্ন ছিল কে তাঁকে কেমন ভালোবাসে। ছোট কন্যা পারবল তার ভালোবাসাকে নুনের সাথে তুলনা করল। এ কথা শুনে রাজা ছোট কন্যার ওপর ৰিপ্ত হলেন। শাস্তি হিসেবে তাকে পাঠানো হলো বনবাসে।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ম্ভ, ষ্ঠ, ষ্ট, ৰ, ত্য।

উত্তর :

ম্ভ = ম + ভ — গম্ভীর
– বাবা গম্ভীর মুখে বসে আছেন।
ষ্ঠ = ষ + ঠ — অনুষ্ঠান
– স্কুলে আজ বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান।
ষ্ট = ষ + ট — নষ্ট
– ঘড়িটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।
ৰ = ক + ষ — লৰ
– মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লৰ মানুষ শহিদ হন।
ত্য = ত + য–ফলা (্য) — মৃত্যু
– কীর্তিমানের মৃত্যু নেই।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

জ্ঞ, ন্ত্র, দ্ব, লৱ, পৃ।

উত্তর :

জ্ঞ = জ + ঞ — জ্ঞান
– বই পড়ে অনেক জ্ঞান অর্জন করা যায়।
ন্ত্র = ন + ত + র–ফলা (্র) — যন্ত্র
– যন্ত্রটি ঠিকমতো কাজ করছে না।
দ্ব = দ + ব — উদ্বেল
– নতুন জামা পেয়ে বাবু আনন্দে উদ্বেল হলো।
লৱ = ল + ল — হলৱা
– ছেলেরা মাঠে হলৱা করছে।
পৃ = প + ঋ–কার (ৃ) — পৃষ্ঠা
– আমার একটি সাদা পৃষ্ঠা প্রয়োজন।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

সুচবেঁধা শরীর ব্যথায় টনটন করে চিনচিন করে জ্বলতে থাকে গায়ে মাছি এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে কে তাকে বাতাস করে কে তাকে দেখে

উত্তর : সুচবেঁধা শরীর ব্যথায় টনটন করে, চিনচিন করে জ্বলতে থাকে। গায়ে মাছি এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে। কে তাকে বাতাস করে, কে তাকে দেখে!

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

নকল রানি উঠানে আল্পনা দিতে যায় কোথায় নকশা কোথায় কী এখানে এক খাবলা রং লেপে দেওয়া ওখানে এক খাবলা লেপা দেখতে সে কী অসুন্দর যে দেখায়

উত্তর : নকল রানি উঠানে আল্পনা দিতে যায়। কোথায় নকশা কোথায় কী– এখানে এক খাবলা রং লেপে দেওয়া, ওখানে এক খাবলা লেপা। দেখতে সে কী অসুন্দর যে দেখায়!

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূ প লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) চেনা নয় এমন
খ) রৰা করে যে
গ) গোনা যায় না এমন
ঘ) স্বাদ নেই যাতে

উত্তর : ক) অচেনা; **খ)** রৰী; **গ)** অগুনতি; **ঘ)** বিস্বাদ।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূ প লেখ।**

ফেলিতে, ভাসিয়া, লইবার, বানাইবে, উঠিয়া

উত্তর :

ক্রিয়াপদ		চলিত রূ প
ফেলিতে	–	ফেলতে
ভাসিয়া	–	ভেসে
লইবার	–	নেবার
বানাইবে	–	বানাবে
উঠিয়া	–	উঠে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

বন্ধু, গরিব, শেষ, দুঃখী, পুরনো।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
বন্ধু	–	শত্রব
গরিব	–	ধনী
শেষ	–	শুরব
দুঃখী	–	সুখী
পুরনো	–	নতুন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

পুত্র, শরীর, ফুরসত, প্রতিজ্ঞা, অপরাধ।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
পুত্র	–	তনয়, ছেলে।
শরীর	–	অঙ্গ, তনু।
ফুরসত	–	অবকাশ, অবসর।
প্রতিজ্ঞা	–	পণ, অঙ্গীকার।
অপরাধ	–	ত্রবটি, ভ্রান্তি।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

অবাক জলপান

সুকুমার রায়

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১) পথিক কখন থেকে হাঁটছিলেন?
ক) ভোর থেকে খ) সকাল থেকে
গ) দুপুর থেকে ঘ) রাত থেকে

২) গন্তব্যে পৌঁছতে পথিককে আরও কতৰণ হাঁটতে হবে?
ক) প্রায় এক ঘণ্টা খ) প্রায় দুই ঘণ্টা
গ) প্রায় তিন ঘণ্টা ঘ) প্রায় চার ঘণ্টা

৩) ঝুড়িওয়ালা পথিকের কথা শুনে কী ভেবেছিল?
ক) পথিক জল চায় খ) পথিক জলপাই চায়
গ) পথিক কাঁচা আম চায় ঘ) পথিক আলুবোখরা চায়

৪) ঝুড়িওয়ালার কাছে কী ছিল?
ক) জলপাই খ) জল
গ) কাঁচা আম ঘ) চালতা

৫) পথিক ঝুড়িওয়ালার কাছে কিসের খোঁজ জানতে চেয়েছিলেন?
ক) জলপাইয়ের খ) জলের
গ) চালতার ঘ) কাঁচা আমের

৬) পথিক কোথাকার লোক?
ক) পুবগাঁয়ের খ) পুবপাড়ার
গ) পশ্চিমগাঁয়ের
ঘ) পশ্চিমপাড়ার

৭) খালিসপুরে কে চাকরি করে?
ক) ঝুড়িওয়ালার দাদা খ) পথিক

ⓖ বৃদ্ধ ⓘ মামা

৮) বৃদ্ধ পথিককে কী বলল?
ⓚ জোচ্চোর ⓛ হতভাগা
ⓖ পাগল ⓘ অপদার্থ

৯) পৃথিবীর কত ভাগ স্থল?
ⓚ এক ভাগ ⓛ দুই ভাগ
ⓖ তিন ভাগ ⓘ চার ভাগ

১০) হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলে কী হবে?
ⓚ এক্সপেরিমেন্ট ⓛ জল
ⓖ হাইড্রোফোবিয়া ⓘ মুশকিল

১১) 'হাইড্রোফোবিয়া' অর্থ কী?
ⓚ জলযোগ ⓛ জলাধার
ⓖ জলযান ⓘ জলাতঙ্ক

১২) মামা পথিককে বোতল ভরা কী দেখালেন?
ⓚ খাওয়ার জল ⓛ পরিশ্রবত জল
ⓖ পুকুরের জল ⓘ ঘুমড়ির জল

১৩) গন্ধওয়ালা নোংরা জলে গোলাপি জল ঢালতেই তা কী হয়ে গেল?
ⓚ কালো ⓛ বেগুনি
ⓖ সাদা ⓘ লাল

১৪) 'কিছু মানি না ও কিছু বিশ্বাস করি না'– কথাটি ছিল–
ⓚ কৌশল ⓛ মনের কথা
ⓖ রাগের অনুভূতি ⓘ বিরক্তির অনুভূতি

১৫) পথিক কীভাবে বিজ্ঞানীর কাছ থেকে খাওয়ার জল আদায় করলেন?
ⓚ জোর করে ⓛ চুরি করে
ⓖ সুন্দর ব্যবহার দেখিয়ে ⓘ বুদ্ধি করে

১৬) 'অবাক জলপান' নাটিকায় কয়টি চরিত্রের কথোপকথন আছে?
ⓚ দুইটি ⓛ তিনটি
ⓖ চারটি ⓘ পাঁচটি

১৭) পথিকের কথা শুনে সবাই কী করছিল?
ⓚ জল খেতে দিচ্ছিল
ⓛ তাড়িয়ে দিচ্ছিল
ⓖ কথার খুঁত ধরছিল
ⓘ কৌশলে বোকা বানাচ্ছিল

১৮) 'অবাক জলপান' নাটিকা কে রচনা করেছেন?
ⓚ সত্যজিৎ রায়
ⓛ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
ⓖ সুকুমার রায়
ⓘ সুকুমার বড়ুয়া

১৯) অবাক জলপান কোন ধরনের রচনা?
ⓚ নাটিকা ⓛ ছোটগল্প
ⓖ প্রবন্ধ ⓘ উপন্যাস

২০) পথিক ঝুড়িওয়ালার কাছে কী চেয়েছিল?
ⓚ কাঁচা আম ⓛ জল
ⓖ জলপাই ⓘ পাঁকা আম

২১) কুকুরে কামড়ালে মামা কোন রোগের কথা বলেছিল?
ⓚ ডিপথেরিয়া ⓛ আমাশয়
ⓖ জলাতঙ্ক ⓘ টাইফয়েড

২২) পথিক কয়জনের কাছে খাবার জল চেয়েছিল?
ⓚ ৪ জন ⓛ ৩ জন
ⓖ ২ জন ⓘ ৫ জন

২৩) বৃদ্ধ পথিককে কয় ধরনের জলের কথা বলতে চেয়েছিল?
ⓚ পঁচিশ ⓛ ত্রিশ
ⓖ দশ ৪. সাতাশ

২৪) পথিক শেষ পর্যন্ত কার কাছ থেকে খাবার জল পেয়েছিল?
ⓚ বালক ⓛ মামা
ⓖ ঝুড়িওয়ালা ⓘ বৃদ্ধ

২৫) নাটিকাটিতে বিজ্ঞানীর চরিত্রে কাকে দেখানো হয়েছে?
ⓚ ঝুড়িওয়ালা ⓛ বৃদ্ধ
ⓖ বালক ⓘ মামা

২৬) পথিকের তেষ্টা পেয়েছিল। অর্থাৎ পথিক ছিল–
(ক) ক্ষুধার্ত (খ) পিপাসার্ত
(গ) শীতার্ত (ঘ) ভয়ার্ত

২৭) মামার কাছে পথিকের প্রত্যাশা কী ছিল?
(ক) জলের ব্যাপারে আলোচনা
(খ) খাবার জল
(গ) জলাতঙ্কের বিবরণ
(ঘ) নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত জল

২৮) কুকুরের কামড়ে নিচের কোনটি হতে পারে?
(ক) জলাতঙ্ক (খ) জলতেষ্টা
(গ) জলাকাঙ্ক্ষা (ঘ) জলপান

২৯) 'টাটকা' শব্দের অর্থ কী?
(ক) পরিষ্কার (খ) ফুটফুটে
(গ) নোংরা (ঘ) তাজা

৩০) মামার কর্মকাণ্ডে পথিকের মনে–
(ক) আগ্রহ সৃষ্টি করে
(খ) কৌতূহল সৃষ্টি করে
(গ) বিরক্তি সৃষ্টি করে
(ঘ) ঘৃণা সৃষ্টি করে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১) ⓛ সকাল থেকে
২) ⓚ প্রায় এক ঘণ্টা
৩) ⓛ পথিক জলপাই চায়
৪) ⓖ কাঁচা আম
৫) ⓛ জলের
৬) ⓚ পুবগাঁয়ের
৭) ⓚ ঝুড়িওয়ালার দাদা
৮) ⓘ অপদার্থ
৯) ⓚ এক ভাগ
১০) ⓛ জল
১১) ⓘ জলাতঙ্ক
১২) ⓛ পরিশ্রবত জল
১৩) ⓖ সাদা
১৪) ⓚ কৌশল
১৫) ⓘ বুদ্ধি করে
১৬) ⓖ চারটি
১৭) ⓖ কথার খুঁত ধরছিল
১৮) ⓖ সুকুমার রায়
১৯) ⓚ নাটিকা
২০) ⓛ জল
২১) ⓖ জলাতঙ্ক
২২) ⓛ ৩ জন
২৩) ⓚ পঁচিশ
২৪) ⓛ মামা
২৫) ⓘ মামা
২৬) (খ) পিপাসার্ত
২৭) (খ) খাবার জল
২৮) (ক) জলাতঙ্ক;

২৯) (ঘ) তাজা;

৩০) (গ) বিরক্তি সৃষ্টি করে

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১) **পথিকের ঘিলু শুকিয়ে উঠেছিল কেন?**
উত্তর : জলের তৃষ্ণায় পথিকের ঘিলু শুকিয়ে উঠেছিল।

২) **নেপথ্যের বালক কী পাঠ করছিল?**
উত্তর : নেপথ্যের বালক পাঠ করছিল– 'পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ'।

৩) **রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জল বিশেরষণ করলে কী পাওয়া যায়?**
উত্তর : রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জল বিশেরষণ করলে দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন পাওয়া যায়।

৪) **'ডিস্টিল ওয়াটার' কী?**
উত্তর : ডিস্টিল ওয়াটারকে বাংলায় বলে পরিশ্রবত জল। এ জল পরিষ্কার হলেও খাওয়া যায় না। কেননা এতে কোনো স্বাদ নেই।

৫) **পথিক কীভাবে বিজ্ঞানীর কাছ থেকে খাবার জল আদায় করলেন?**
উত্তর : পথিক বিজ্ঞানীর নানা রকম জ্ঞানের কথা অবিশ্বাস করার ভান করলেন। বিজ্ঞানীকে দিয়ে তিনি কৌশলে এক গরাস খাবার জল আনালেন। জল নিয়ে আসামাত্র বিজ্ঞানীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই পথিক পুরো গরাস সাবাড় করে দিলেন। এভাবেই পথিক কৌশলে বিজ্ঞানীর কাছ থেকে খাবার জল আদায় করলেন।

৬) **'বোবা জল' বলতে কী বোঝায়?**
উত্তর : বোবা জল বলতে 'ডিস্টিল ওয়াটার' বা 'পরিশ্রবত জল'কে বোঝায়। এ জলে কোনো রকম স্বাদ থাকে না বলে এর নাম 'বোবা জল'।

৭) **'জলাতঙ্ক' কাকে বলে? এই রোগ কেমন করে হয়?**
উত্তর : 'জলাতঙ্ক' হলো এক ধরনের রোগ, যাতে আক্রান্ত হলে মানুষ জলের তৃষ্ণা পেলেও জল খেতে পারে না, বরং তা দেখলেই আতঙ্কিত হয়। ইংরেজিতে একে 'হাইড্রোফোবিয়া' বলে।
জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু বহনকারী কোনো পশু মানুষকে কামড়ালে মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়।

৮) **জলের তেষ্টায় পথিকের মনের ও শরীরের অবস্থা কী হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।**
উত্তর : জলের তেষ্টায় পথিকের মন খুবই অস্থির হয়ে পড়ে। একটুখানি পানি পাওয়ার জন্য সে চঞ্চল হয়ে ওঠে।
পথিকের শরীর পানির অভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চুল হয়ে গিয়েছিল উসকো খুসকো। চেহারায় ছিল উদ্ভ্রান্ত ভাব।

৯. **পথিককে ঝুড়িওয়ালা কত রকম জলের কথা শুনিয়েছিল? নামগুলো লেখ।**
উত্তর : পথিককে ঝুড়িওয়ালা পাঁচ রকম জলের কথা শুনিয়েছিল। নামগুলো হলো– ১. কুয়োর জল, ২. নদীর জল, ৩. পুকুরের জল, ৪. কলের জল এবং ৫. মামাবাড়ির জল।

১০) **পানিতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরিমাণ কত?**
উত্তর : পানিতে এক ভাগ অক্সিজেন আর দুই ভাগ হাইড্রোজেন।

১১) **জলাতঙ্ক কী? এটি হলে কী সমস্যা হয়?**
উত্তর : জলাতঙ্ক এক ধরনের রোগ। জলাতঙ্ক হলে পানি খাওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়। পানি খেতে গেলেই গলায় খিচ ধরে যায়।

১২) **কার হাইড্রোফোবিয়া হয়েছিল? কীভাবে?**
উত্তর : বদ্যিনাথের হাইড্রোফোবিয়া হয়েছিল। কুকুরের কামড়ে তার এই রোগ হয়েছিল।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ভীষণ তৃষ্ণার্ত একজন লোক জলের তেষ্টায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু আরেকজন লোক তাকে পানি পান করতে দেওয়ার বদলে পানির গুণাগুণ সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞানের কথা বলে চলেছে। তৃষ্ণার্ত লোকটি নানাভাবে তাকে বোঝাতে চায় কিন্তু তার কথার খুঁত ধরে অন্য লোকটি নতুন বিষয় সম্পর্কে কথা বলছে।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

পানিতে ৰতিকর কোনো কিছু মিশে থাকলে সে পানিকে দূষিত পানি বলা হয়। পানি পরিষ্কার দেখা গেলেও সব সময় তা নিরাপদ নাও হতে পারে। টলটলে পুকুরের পানিও দূষিত হতে পারে। খালি চোখে দেখা যায় না এমন জীবাণু বা ৰতিকর পদার্থ এতে মিশে থাকতে পারে। নলকূপের পানি সাধারণত নিরাপদ। তবে আমাদের দেশে কিছু কিছু নলকূপের পানিতে আর্সেনিক নামক বিষাক্ত পদার্থ মিশে আছে। পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি খালি চোখে দেখে বোঝা যায় না। তবে নলকূপের পানি পরীৰা করে বোঝা যায় তাতে আর্সেনিক আছে কি না। যেসব নলকূপের পানিতে আর্সেনিক আছে, সেই নলকূপগুলোকে লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব নলকূপের পানি পান করা যাবে না। আর সবুজ দাগ থাকার অর্থ–এর পানি নিরাপদ। দূষিত পানি জীবনের জন্য খুব ৰতিকর। দূষিত পানি পান করলে আমরা কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, ডায়রিয়া – এসব পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারি। পেটের পীড়া ও চর্মরোগে আক্রান্ত হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া আর্সেনিকযুক্ত পানি দীর্ঘদিন পান করলে হাত–

পায়ে এক ধরনের ৰত বা ঘা তৈরি হয়, যা আর্সেনিকোসিস রোগ নামে পরিচিত। এ রোগের সহজ কোনো চিকিৎসা নেই। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগ ধরা পড়লে আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করা বন্ধ করলেই সুস্থ হওয়া যেতে পারে। এ রোগ সংক্রামক নয়, অর্থাৎ আর্সেনিকোসিস রোগীদের কাছে গেলে অন্যদের এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা নেই।

❑ সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।

১) কোনো নলকূপের গায়ে লাল রং করা দেখলে কী বুঝবে?
(ক) পানি নিরাপদ
(খ) পানি আর্সেনিকমুক্ত
(গ) পানি খাওয়া যাবে
(ঘ) পানি আর্সেনিকযুক্ত

২) আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের কারণে কোন রোগ হয়?
(ক) আর্সেনিকস
(খ) আর্সেনসিস
(গ) আর্সেনিকোসিস
(ঘ) আর্সিনেকোসিস

৩) আমরা আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তদের সাথে কেমন আচরণ করব?
(ক) তাদের থেকে দূরে থাকব
(খ) তাদের সেবা করব
(গ) তাদের আর্সেনিকযুক্ত পানি খাওয়াব
(ঘ) তাদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা করব

৪) আর্সেনিক কী?
(ক) এক ধরনের রোগ
(খ) এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ
(গ) এক ধরনের জীবাণু
(ঘ) এক ধরনের ওষুধ

৫) নিচের কোনটি পানিবাহিত রোগ নয়?
(ক) আমাশয় (খ) কলেরা
(গ) ক্যান্সার (ঘ) ডায়রিয়া

উত্তর : ১) (ঘ) পানি আর্সেনিকযুক্ত; **২)** (গ) আর্সেনিকোসিস; **৩)** (খ) তাদের সেবা করব; **৪)** (খ) এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ; **৫)** (গ) ক্যান্সার

❑ নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দ দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।

শব্দ	অর্থ
নিরাপদ	বিপদমুক্ত।
আশঙ্কা	সংশয়, সন্দেহ।
পীড়া	বেদনা, ব্যথা।
সংক্রামক	ছোঁয়াচে, সঞ্চারিত হয় এমন।
টলটলে	স্বচ্ছ।
বিষাক্ত	বিষযুক্ত।

ক) কাল থেকে হালিমার পেটের ——— বেড়েছে।
খ) দিঘির ——— জল দেখে মন ভালো হয়ে গেল।
গ) পোলিও ——— ব্যাধি নয়।
ঘ) বৃষ্টি হওয়ার ——— থাকায় আমরা ছাতা নিয়ে বের হলাম।
ঙ) ——— সাপের ছোবলে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

উত্তর : ক) পীড়া; **খ)** টলটলে; **গ)** সংক্রামক; **ঘ)** আশঙ্কা; **ঙ)** বিষাক্ত।

❑ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

ক) 'আর্সেনিকোসিস' সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।
উত্তর : আর্সেনিকোসিস সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য–
১) দীর্ঘদিন আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের ফলে যে রোগের সৃষ্টি হয় তা 'আর্সেনিকোসিস' নামে পরিচিত।
২) এ রোগ হলে হাতে–পায়ে এক ধরনের ৰত বা ঘা সৃষ্টি হয়।
৩) আর্সেনিকোসিস সংক্রামক রোগ নয়।
৪) এ রোগের সহজ কোনো চিকিৎসা নেই।
৫) প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগটি ধরা পড়লে আর্সেনিকমুক্ত পানি পান করতে থাকলেই সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

খ) দূষিত পানি পান করলে কী কী ধরনের শারীরিক সমস্যা হতে পারে?
উত্তর : দূষিত পানি আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত ৰতিকর। এ ধরনের পানি পান করার ফলে আমরা কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, ডায়রিয়া, আর্সেনিকোসিস ইত্যাদি পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারি। এছাড়াও পেটের পীড়া, চর্মরোগ ইত্যাদিও দেখা দিতে পারে।

গ) দূষিত পানি কাকে বলে? নলকূপের পানি আর্সেনিকমুক্ত কি না বোঝার উপায় তিনটি বাক্যে লেখ।
উত্তর : পানিতে ৰতিকর কোনো কিছু মিশে থাকলে সে পানিকে দূষিত পানি বলে।
নলকূপের পানি আর্সেনিকমুক্ত কি না বোঝার উপায়–
১) পানি দেখে বোঝার উপায় না থাকায় অবশ্যই তা পরীৰা করতে হবে।
২) কোনো নলকূপের গায়ে লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করা থাকলে বুঝতে হবে তাতে আর্সেনিক আছে।
৩) সবুজ রং দিয়ে চিহ্নিত করা নলকূপের পানি অবশ্যই আর্সেনিকমুক্ত।

ঘ) টলটলে পুকুরের পানিও পান করা যায় না কেন? চারটি বাক্যে লেখ।
উত্তর : টলটলে পুকুরের পানি দেখতে পরিষ্কার হলেও এতে অনেক রকম রোগের জীবাণু থাকতে পারে। এগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় না। অর্থাৎ দেখতে পরিষ্কার হলেও পুকুরের পানি দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ পানি নিরাপদ নয় বলে পান করা যায় না।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে, বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

দ্ধ, ষ্ট, চ্ছ, ন্দ, ঙ্ক।

উত্তর :

দ্ধ = দ + ধ — শুদ্ধ
— বানানটি শুদ্ধ করে লেখ।
ষ্ট = ষ + ট — অষ্টম
— ভাইয়া অষ্টম শ্রেণির ছাত্র।
চ্ছ = চ + ছ — গুচ্ছ
— এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা দিন।
ন্দ = ন + দ — মন্দ
— আমরা মন্দ পথে চলব না।
ঙ্ক = ঙ + ক — আশঙ্কা
— লোকটি অজানা আশঙ্কায় কাঁপছে।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন কর।**

ক্ল, স্ত, চ্চ, স্থ, ৰ।

উত্তর :

ক্ল = ক + ল — ক্লাস
– সকাল আটটা থেকে ক্লাস শুরব হয়।
স্ত = স + ত — মস্ত
— বাড়িটি মস্ত বড়।
চ্চ = চ + চ — বাচ্চা
— বাচ্চাটি মাঠে খেলছে।
স্থ = স + থ — দুস্থ
— দুস্থ লোকটি কাঁদছে।
ৰ = ক + ষ — দৰ
— কাকা সাঁতারে বেশ দৰ।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

দেখুন মশাই কী করে যে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা ভেবে পাইনে বলি বারবার করে যে বলছি তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল সেটা তো কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি একটা লোক তেষ্টায় জল জল করছে তবু জল খেতে পায় না এরকম কোথাও শুনেছেন শুনেছি বইকি চোখে দেখেছি

উত্তর : দেখুন মশাই! কী করে যে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা ভেবে পাই নে। বলি, বারবার করে যে বলছি তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সেটা তো কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি। একটা লোক তেষ্টায় জল জল করছে, তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনেছেন? শুনেছি বইকি, চোখে দেখেছি।

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

কী উৎসাহ কী আগ্রহ শুনেও সুখ হয় এরকম জানবার আকাঙ্ক্ষা আর কজনের আছে বলুন তো

উত্তর : কী উৎসাহ, কী আগ্রহ! শুনেও সুখ হয়। এরকম জানবার আকাঙ্ক্ষা আর কজনের আছে, বলুন তো?

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূ প লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) বিজ্ঞান চর্চা করেন যিনি; **খ)** তৃষ্ণায় কাতর যিনি; **গ)** কাজের আগ্রহ; **ঘ)** সম্পূর্ণ নতুন এমন; **ঙ)** ছোট্ট নাটক।

উত্তর : ক) বিজ্ঞানী; **খ)** তৃষ্ণার্ত; **গ)** উৎসাহ; **ঘ)** আনকোরা; **ঙ)** নাটিকা।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূ প লেখ।**

চলিতেছে, আসিতেছি, পাইবেন, চাহিতেছেন, বকাইয়ো, দেখিয়াছি, খাওয়াইয়া।

উত্তর :

সাধু রূ প		চলিত রূ প
চলিতেছে	—	চলছে
আসিতেছি	—	আসছি
পাইবেন	—	পাবেন
চাহিতেছেন	—	চাচ্ছেন
বকাইয়ো	—	বকিয়ো
দেখিয়াছি	—	দেখেছি
খাওয়াইয়া	—	খাইয়ে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

জল, তৃষ্ণা, খাঁটি, গাঁ, তফাৎ।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
জল	—	পানি, নীর।
তৃষ্ণা	—	তিয়াস, পিপাসা।
খাঁটি	—	বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল।
গাঁও	—	গ্রাম, পলির।
তফাৎ	—	পার্থক্য, অমিল।

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

প্রবেশ, সকাল, কাঁচা, রোদ, অন্যায়, সশব্দে, মুখ্যু, আগ্রহ, গুণ, দুর্গন্ধ, পরিষ্কার, বিশ্বাস, টাটকা, খাঁটি।

উত্তর :

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ

প্রবেশ	–	প্রস্থান	আগ্রহ	–	অনাগ্রহ	অন্যায়	–	ন্যায়	বিশ্বাস	–	অবিশ্বাস
সকাল	–	সন্ধ্যা	গুণ	–	দোষ	সশব্দে	–	নিঃশব্দে	টাটকা	–	বাসি
কাঁচা	–	পাকা	দুর্গন্ধ	–	সুগন্ধ	মুখ্যু	–	জ্ঞানী	খাঁটি	–	ভেজাল
রোদ	–	বৃষ্টি	পরিষ্কার	–	অপরিষ্কার						

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

ঘাসফুল

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১) ঘাসফুলেরা দেখতে কেমন হয়?
ⓚ বড় বড় হয় ⓚ ছোট ছোট হয়
ⓖ শুধুই সাদা রঙের হয় ⓖ শুধুই লাল রঙের হয়

২) ঘাসফুলেরা কী করতে মানা করেছে?
ⓚ ফুল ছিঁড়তে ⓚ ফুলের ঘ্রাণ নিতে
ⓖ ফুল দেখতে ⓖ ফুল দেখে খুশি হতে

৩) ঘাসফুলেরা হাওয়াতে কী করে?
ⓚ উড়াল দেয় ⓚ পাপড়ি উড়িয়ে দেয়
ⓖ মাথা দোলায় ⓖ হেসে ওঠে

৪) গাছেরও প্রাণ আছে তাই–
ⓚ গাছের পাতা ছেঁড়া উচিত
ⓚ গাছের ফুল ছেঁড়া উচিত
ⓖ গাছের পাতা বা ফুল ছেঁড়া উচিত নয়
ⓖ গাছ লাগানো উচিত নয়

৫) ঘাসফুলদের দেখে আমরা কী শিখতে পারি?
ⓚ জীবনকে আনন্দের সাথে উপভোগ করা
ⓚ আনন্দ করা থেকে বিরত থাকা
ⓖ সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে ওঠা
ⓖ নীল আকাশের বাঁশি শোনা

৬) ঘাসফুলেরা কেমন বাতাসে দোলে?
ⓚ ঝোড়ো বাতাসে ⓚ দখিনা বাতাসে
ⓖ পুবালি বাতাসে ⓖ শান্ত বাতাসে

৭) কবিতাংশে কী প্রকাশিত হয়েছে?
(ক) ঘাসফুলদের কষ্টের কথা
(খ) ঘাসফুলদের আনন্দময় জীবনের কথা
(গ) ফুল না ছেঁড়ার কথা
(ঘ) ফুলের সুঘ্রাণের কথা

৮) 'কিরণ' শব্দের অর্থ কী?
(ক) সূর্য (খ) রূপকথা
(গ) আলো (ঘ) তারা

৯) 'ধরা' শব্দের অর্থ কি?
(ক) ফড়িং (খ) মেঘ
(গ) পৃথিবী (ঘ) শিশির

১০) ঘাসফুল দেখে কী হতে বলা হয়েছে?
(ক) আনন্দিত (খ) বিষণ্ন
(গ) কৌতূহলী (ঘ) অনাগ্রহী

১১) ঘাসফুল ও সূর্যের মধ্যে মিল কোথায়?
(ক) দুজন একসাথে মাথা দোলায়
(খ) দুজন একসাথে হেসে ওঠে
(গ) দুজনই আলো ছড়ায়
(ঘ) দুজনই ঘাসের বুকে ফোটে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১) ⓚ ছোট ছোট হয়
২) ⓚ ফুল ছিঁড়তে
৩) ⓖ মাথা দোলায়
৪) ⓖ গাছের পাতা বা ফুল ছেঁড়া উচিত নয়
৫) ⓚ জীবনকে আনন্দের সাথে উপভোগ করা
৬) ⓖ শান্ত বাতাসে
৭) (খ) ঘাসফুলদের আনন্দময় জীবনের কথা;
৮) (গ) আলো;
৯) (গ) পৃথিবী;
১০) (ক) আনন্দিত;
১১) (খ) দুজন একসাথে হেসে ওঠে।

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১) ঘাসফুলগুলো কোন কোন রঙের হয়?
উত্তর : ঘাসফুলগুলো লাল, নীল ও সাদা রঙের হয়।

২) ঘাসফুলেরা হাওয়াতে মাথা দোলায় কেন?
উত্তর : ঘাসফুলেরা আনন্দে বেঁচে থাকতে ভালোবাসে। হাওয়াতে মাথা দুলিয়ে তারা তাদের মনের আনন্দকে প্রকাশ করে।

৩) ঘাসফুলেরা কীভাবে হেসে ওঠে?

উত্তর : সকালে সূর্যের আলোয় চারদিকে আলোকিত হয়। নানা রঙের ঘাসফুলগুলোও তখন ঝকমক করে ওঠে। দেখে মনে হয়, সূর্যের কিরণ লেগেছে বলে তারা যেন হাসছে।

৪) ঘাসফুলদের প্রতি আমরা কেমন আচরণ করব? কেন?

উত্তর : ঘাসফুলদেরও প্রাণ রয়েছে। তাই আমরা তাদের ছিঁড়ে কষ্ট দেব না। ঘাসফুলের আনন্দময় জীবন দেখে আমরা জীবনকে উপভোগ করতে শিখব।

৫) হাওয়াতে কারা মাথা দোলাচ্ছে?

উত্তর : ঘাসফুলেরা হাওয়াতে মাথা দোলাচ্ছে।

৬) ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে? কেন করছে?

উত্তর : ঘাসফুলদের আমরা যেন ছিঁড়ে বা পায়ে দলে কষ্ট না দিই আমাদের কাছে ঘাসফুল এই মিনতি করেছে।

গাছে ফুল ফুটলে তা গাছেই সুন্দর মানায়। তাই গাছ থেকে ফুল ছেঁড়া উচিত নয়। গাছে ফোটা ফুলের সৌন্দর্য দেখে আমরা যেন আনন্দ পাই আর ফুল বা ফুলগাছকে যেন কষ্ট না দিই সেই মিনতি করেছে ঘাসফুল।

৭) ঘাসফুল কার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে? কীভাবে তুলনা করেছে?

উত্তর : ঘাসফুল নিজেকে ধরার বুকের স্নেহ-কণার লাল নীল সাদা হাসি হিসেবে তুলনা করেছে। পৃথিবীর বুকে ঘাসেরা যেন স্নেহের ছোট ছোট বিন্দু হিসেবে বেড়ে ওঠে। সে ঘাসে যে রং–বেরঙের ফুল ফোটে, তাদের দেখে যেন মনে হয় ঘাসের মুখে লেগে থাকা লাল নীল সাদা হাসির ঝলকানি।

৮) ফুল মানুষকে কীভাবে আনন্দ দেয়?

উত্তর : ফুল প্রকৃতির এক বিস্ময়। এর সৌন্দর্য তুলনাহীন। ফুলের সুগন্ধে আমাদের মন ভরে যায়। ফুল তার সৌন্দর্য ও সুবাস দিয়ে মানুষকে আনন্দ দেয়।

৯) ঘাসফুলেরা কী শোনে?

উত্তর : ঘাসফুলেরা রূ পকথা আর নীল আকাশের বাঁশি শোনে।

১০) ঘাসফুলেরা হাওয়াতে কী করে? আকাশে তারা ফুটলে ঘাসফুলেরা কী করে?

উত্তর : ঘাসফুলেরা হাওয়াতে মাথা দোলায়।

আকাশে তারা ফুটলে ঘাসফুলেরা রূ পকথা ও নীল আকাশের বাঁশি শুনতে শুনতে শান্ত বাতাসে দোলে।

১১) লাল নীল সাদা হাসি বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? সূর্যের আলো ফুটে উঠলে ঘাসফুলেরা কী করে?

উত্তর : লাল নীল সাদা হাসি বলতে ঘাসফুলদের বোঝানো হয়েছে।

সূর্যের আলো ফুটলে ঘাসফুলেরা সেই আলোতে যেন হেসে ওঠে আর মনের আনন্দে মাথা নাড়িয়ে দুলতে থাকে।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ঘাসফুলেরা ঘাসের বুকে নানা রঙের হাসির আভার মতো ছড়িয়ে থাকে। সূর্যের আলোতে তারা যেন ঝকমকিয়ে হেসে ওঠে। আর আনন্দে মাথা দোলায়। আকাশে তারা ফুটলে ঘাসফুলেরা রূ পকথা ও নীল আকাশের বাঁশি শুনতে শুনতে শান্ত বাতাসে দোলে। এককথায় ঘাসফুলেরা খুব আনন্দে জীবনটাকে উপভোগ করে।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

গাছপালা আমাদের পরম বন্ধু। আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাতে গাছের অবদান অনস্বীকার্য। গাছ থেকেই আমরা পাই খাদ্য, বস্ত্র তৈরির উপাদান, বাসগৃহ ও আসবাবপত্র নির্মাণের কাঠ। গাছ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য অক্সিজেনের জোগান দেয়। আমরা নিঃশ্বাসের সাথে যে বিষাক্ত কার্বন ডাই–অক্সাইড ত্যাগ করি তা গাছ গ্রহণ করে পরিবেশ দূষণ রোধ করে। বৃৰ ঝড় ও বন্যা প্রতিরোধেও ভূমিকা রাখে। একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রৰায় দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি প্রয়োজন হলেও আমাদের আছে মাত্র ১৭ ভাগ। যা আছে তাও মানুষের লোভের কারণে দ্রবত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অবাধে গাছ কেটে পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ না লাগালে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন হবে। তাই বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

(ক) নানা ধরনের গাছপালা সম্বন্ধে
(খ) গাছপালার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে
(গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে
(ঘ) পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে

২) কোনটি ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতে পারব না?

(ক) কার্বন ডাই-অক্সাইড (খ) কাঠ
(গ) অক্সিজেন (ঘ) বস্ত্র

৩) বৃৰ শব্দে 'ৰ' যুক্ত বর্ণটিতে নিচের কোন বর্ণগুলো রয়েছে?

(ক) খ + অ (খ) ক + ষ
(গ) ক + অ (ঘ) খ + ষ

৪) একটি দেশের মোট আয়তনের কত ভাগ বনভূমি থাকা উচিত?

(ক) শতকরা ২০ ভাগ (খ) শতকরা ২৫ ভাগ
(গ) শতকরা ৩০ ভাগ (ঘ) শতকরা ৩৫ ভাগ

৫) পরিবেশের ভারসাম্য রৰায় আমাদের কী করা উচিত?

(ক) নদী ভরাট করা
(খ) বেশি করে গাছ কাটা
(গ) বেশি করে গাছ লাগানো
(ঘ) বনভূমি উজাড় করা

উত্তর : ১) (খ) গাছপালার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে; **২)** (গ) অক্সিজেন; **৩)** (খ) ক+ষ; **৪)** (খ) শতকরা ২৫ ভাগ; **৫)** (গ) বেশি করে গাছ লাগানো।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দ দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
নির্মাণ	তৈরি করা।
হুমকি	ভীতি প্রদর্শন।
অনস্বীকার্য	অস্বীকার করা যায় না এমন।
প্রাত্যহিক	দৈনিক, প্রতিদিনের।
অপরিহার্য	আবশ্যক, যার কোনো বিকল্প নেই।
পর্যাপ্ত	যথেষ্ট।

ক) আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ——।

খ) সবার জন্য —— খাবার রাখা আছে।

গ) চৌধুরী সাহেব একটি ভবন —— করাচ্ছেন।

ঘ) মামাই আমাদের —— বাজার করে দেন।

ঙ) শরীর সুস্থ রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করা ——।

উত্তর : ক) অনস্বীকার্য; **খ)** পর্যাপ্ত; **গ)** নির্মাণ; **ঘ)** প্রাত্যহিক; **ঙ)** অপরিহার্য।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) গাছের চারটি উপকারিতা লেখ।

উত্তর : গাছের চারটি উপকারিতা হলো–

১) গাছ থেকে আমরা খাদ্য পাই।
২) গাছ থেকে আমরা বস্ত্র তৈরির উপাদান পাই।
৩) গাছ থেকে আমরা বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন পাই।
৪) গাছ বিষাক্ত কার্বন ডাই–অক্সাইড গ্রহণ করে পরিবেশ দূষণ রোধ করে।

খ) আমাদের বেশি করে গাছ লাগাতে হবে কেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের ভূমিকা অপরিসীম। একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা জরুরি। অথচ আমাদের আছে মাত্র ১৭ ভাগ। সেইটুকুও মানুষের লোভের ফলে দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন। পরিবেশ রক্ষায় তাই বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।

গ) নিজের বাড়িতে গাছপালার যত্ন নিতে তুমি কী কী করবে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : নিজের বাড়িতে গাছপালার যত্ন নিতে আমি যা যা করব–

১) গাছগুলোর নিয়মিত পরিচর্যা করব।
২) সময়মতো গাছের গোড়ায় সার ও পানি দেব।
৩) নতুন লাগানো কোনো গাছ যেন সূর্যের তাপে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখব।
৪) কোনো চারাগাছ দুর্বল হলে তাতে খুঁটি বেঁধে দেব।
৫) গরু-ছাগল যেন চারাগাছের ক্ষতি না করতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখব।

ঘ) 'গাছ আমাদের পরম বন্ধু।'– কথাটি চারটি বাক্যে বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : গাছ থেকে আমরা খাদ্য, বস্ত্র, কাঠ, অক্সিজেনসহ জীবনধারণের নানা উপাদান পাই। গাছপালা আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অপরিহার্য। গাছপালা ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হতো। তাই গাছকে আমাদের পরম বন্ধু বলা হয়েছে।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

কৃ, দ্র, প্ত, স্ব, ম্ম।

উত্তর :

কৃ = ক + ঋ –কার (ৃ) – কৃপণ
– লোকটি বেজায় কৃপণ।

দ্র = দ + র–ফলা (্র) – ভদ্র
– ছেলেটি খুব ভদ্র।

প্ত = প + ত – গুপ্তধন
– সমুদ্রের নিচে গুপ্তধন আছে।

স্ব = স + ব–ফলা (্ব) – স্বাধীন
– বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ।

ম্ম = ম + ম – সম্মান
– গুরুজনদের সম্মান করব।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

দোলাইয়া, ছিঁড়িও, হাসিয়া, ফুটিয়া, করিতেছে।

উত্তর :

ক্রিয়াপদ	চলিত রূপ
দোলাইয়া –	দুলিয়ে
ছিঁড়িও –	ছিঁড়ো

হাসিয়া – হেসে
ফুটিয়া – ফুটে
করিতেছে – করছে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**
ধরা, মন, হাওয়া, সূর্য, ফুল।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
ধরা	–	পৃথিবী, জগৎ।
মন	–	হৃদয়, অন্তর।
হাওয়া	–	বাতাস, সমীরণ।
সূর্য	–	প্রভাকর, ভানু।
ফুল	–	পুষ্প, কুসুম।

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**
ছোট, নরম, হাসি, শান্ত, কষ্ট।

উত্তর :

শব্দ		বিপরীত শব্দ
ছোট	–	বড়
নরম	–	শক্ত
হাসি	–	কান্না
শান্ত	–	অশান্ত
কষ্ট	–	আনন্দ

কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখন এবং কবিতা, কবির নাম ও প্রশ্নোত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

তুলো না মোদের দোলো না পায়ে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
শুধু দেখো আর খুশি হও মনে
আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল
ছিঁড়ো না নরম পাতা।

ক) কবিতার লাইনগুলো পর পর সাজিয়ে লেখ।
খ) কবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ?
গ) কবিতাটির কবির নাম কী?
ঘ) ঘাসফুল আমাদের কী দেখে খুশি হতে বলেছে?

উত্তর :

ক) কবিতার লাইনগুলো নিচে পর পর সাজিয়ে লেখা হলো–
আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
তুলো না মোদের দোলো না পায়ে
ছিঁড়ো না নরম পাতা।
শুধু দেখো আর খুশি হও মনে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে

খ) কবিতাংশটি ‘ঘাসফুল’ কবিতার অংশ।
গ) কবিতাটির কবির নাম জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।
ঘ) বাহারি ঘাসফুলেরা খুব আনন্দে তাদের জীবনকে উপভোগ করে। তাদের মধ্যকার সৌন্দর্য ও আনন্দ দেখে তারা আমাদের মনে মনে খুশি হতে বলেছে।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

মাটির নিচে যে শহর

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১) **মহাস্থানগড়, ময়নামতি ইত্যাদি হচ্ছে –**
ক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিদর্শন
খ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন
গ আধুনিক নগর
ঘ ইংরেজ আমলের স্থাপত্য

২) **লালমাই কোথায় অবস্থিত?**
ক কুমিলরায় খ নরসিংদীতে
গ দিনাজপুওে ঘ টাঙ্গাইলে

৩) **খ্রিস্টপূর্ব কত শতকে গঙ্গা নদীর তীরে সুসভ্য মানুষেরা থাকত?**
ক দশ থেকে নয় খ নয় থেকে আট
গ আট থেকে সাত ঘ সাত থেকে ছয়

৪) **উয়ারী ও বটেশ্বর প্রকৃতপৰে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি–**
ক নদী খ গ্রাম
গ শহর ঘ পাহাড়

৫) **উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রামে প্রায়ই কী পাওয়া যেত?**
ক প্রাকৃতিক সম্পদ
খ প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল
গ প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা
ঘ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

৬) **১৯৫৫ সালে শ্রমিকদের ফেলে যাওয়া লৌহপিণ্ডগুলো কেমন ছিল?**
ক ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা
খ একমুখ চোখা ও হালকা
গ বর্গাকার ও ভারী
ঘ ত্রিকোণাকার ও হালকা

৭) **১৯৫৬ সালে প্রাপ্ত মুদ্রাভাণ্ডারে কতগুলো মুদ্রা ছিল?**
ক এক হাজারের মতো
খ দুই হাজারের মতো
গ তিন হাজারের মতো
ঘ চার হাজারের মতো

৮) **কখন থেকে হাবিবুলরাহ পাঠান উয়ারী-বটেশ্বরের নিদর্শন জাদুঘরে জমা দেন?**
ক ১৯৩৩–৩৪ সালের পর থেকে
খ ১৯৫৫–৫৬ সালের পর থেকে
গ ১৯৭৪–৭৫ সালের পর থেকে
ঘ ২০০০–২০০১ সালের পর থেকে

৯) **২০০০ সালে উয়ারী-বটেশ্বরের খননকাজের নেতৃত্বে কে ছিলেন?**
ক হানিফ পাঠান খ হাবিবুলরাহ পাঠান
গ সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ঘ জাফর ইকবাল

১০) **হানিফ পাঠান পেশায় কী ছিলেন?**
ক স্কুল শিৰক খ কলেজ শিৰক
গ মাদ্রাসা শিৰক ঘ বিশ্ববিদ্যালয় শিৰক

১১) **জনখাঁরটেকে কিসের সন্ধান পাওয়া গেছে?**
ক বৌদ্ধ পদ্মমন্দিরের খ দুর্গ-নগরের
গ বৌদ্ধ বিহারের ঘ প্রাচীন জাদুঘরের

১২) **উয়ারী–বটেশ্বরের প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করে জাদুঘরে কে জমা দেন?**
ক হাসিবুলরাহ পাঠান খ হাফিজুলরাহ পাঠান
গ হাবিবুলরাহ পাঠান ঘ শরিফুলরাহ পাঠান

১৩) **একটি বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে–**
ক ভাষানটেকে খ জানখাঁরটেকে
গ টেকেরহাটে ঘ টঙ্গীরটেকে

১৪) **কোন নদীপাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস?**
ক বুড়িগঙ্গা খ ব্রহ্মপুত্র
গ শীতলৰ্যা ঘ মেঘনা

১৫) **ব্রহ্মপুত্র নদ বয়ে গিয়েছে কোন অঞ্চলের পাশ দিয়ে?**
ক মধুপুর খ ময়নামতি
গ পাহাড়পুর ঘ নরসিংদী

১৬) **এই সভ্যতা প্রাচীনকালে কী নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল?**
ক রূ পাগড়া খ মনগড়া
গ সোনাগড়া ঘ সোনাঝুরি

১৭) **'সভ্য' শব্দটির অর্থ কী?**
(ক) জনপদ (খ) ভদ্র
(গ) অনুন্নত (ঘ) উন্নত

১৮) **ঢাকা থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের অবস্থান কোন দিকে?**
(ক) পূর্ব দিকে (খ) উত্তর দিকে
(গ) উত্তর–পূর্ব দিকে (ঘ) উত্তর–পশ্চিম দিকে

১৯) **উয়ারী-বটেশ্বর থেকে পাওয়া নিদর্শন গবেষণা করে কী বোঝা যায়?**
(ক) এখানে সভ্য মানুষদের বাস ছিল
(খ) মানুষের জীবনযাত্রা অনুন্নত ছিল
(গ) যুদ্ধ-বিগ্রহ বেশি হতো
(ঘ) স্থানটি বেশি দিনের পুরনো নয়

২০) **'মূল্যবান' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) দামি (খ) ভদ্র
(গ) রৌপ্য (ঘ) প্রত্নসম্পদ

২১) **অনুচ্ছেদে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?**
(ক) প্রাচীন মৃৎশিল্পের পরিচিতি
(খ) ঐতিহাসিক স্থাপত্যের পরিচয়
(গ) বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার পরিচয়
(ঘ) আধুনিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা

২২) **'প্রাচীন' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) প্রাকৃতিক
(খ) প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান
(গ) অনেক পুরাতন
(ঘ) উচ্চ গুণসম্পন্ন

২৩) **উয়ারী–বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টা নেওয়া হয় কত সালে?**

(ক) ১৯৩৩ সালে (খ) ১৯৫৫ সালে
(গ) ১৯৭০ সালে (ঘ) ২০০০ সালে

২৪) 'খনন' শব্দের অর্থ কী?
(ক) উদ্ধার করা (খ) গবেষণা করা
(গ) আবিষ্কার করা (ঘ) গর্ত করা

২৫) হাবিবুলরাহ পাঠান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করে কোথায় জমা দেন?
(ক) থানায় (খ) স্কুলে
(গ) জাদুঘরে (ঘ) চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে

২৬) 'উয়ারী' হলো একটি–
(ক) জাদুঘরের নাম
(খ) গ্রামের নাম
(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম
(ঘ) শহরে নাম

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১) ⓚ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন
২) ⓚ কুমিলরায়
৩) ⓚ সাত থেকে ছয়
৪) ⓚ গ্রাম
৫) ⓚ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন
৬) ⓚ ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা
৭) ⓚ চার হাজারের মতো
৮) ⓖ ১৯৭৪–৭৫ সালের পর থেকে
৯) ⓖ সুফি মোস্তাফিজুর রহমান
১০) ⓚ স্কুল শিৰক
১১) ⓖ বৌদ্ধ বিহারের
১২) ⓖ হাবিবুলরাহ পাঠান
১৩) ⓖ জানখাঁরটেকে
১৪) ⓖ শীতলৰ্যা
১৫) ⓖ নরসিংদী
১৬) ⓖ সোনাগড়া
১৭) (খ) ভদ্র
১৮) (গ) উত্তর-পূর্ব দিকে
১৯) (ক) এখানে সভ্য মানুষদের বাস ছিল
২০) (ক) দামি
২১) (গ) বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার পরিচয়
২২) (গ) অনেক পুরাতন
২৩) (ক) ১৯৩৩ সালে
২৪) (ঘ) গর্ত করা
২৫) (গ) জাদুঘরে
২৬) (খ) গ্রামের নাম

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১) ময়নামতি, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর এগুলো দূর থেকে সহজেই দেখা যায় কেন?
উত্তর : ময়নামতি, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর এগুলো মাটির ওপর ঢিবির আকারে অবস্থিত। তাই এগুলোকে দূর থেকেও সহজে দেখা যায়।

২) মহাস্থানগড় ও মধুপুর গড়ের মাটি দেখে মৃত্তিকা বৈজ্ঞানিকগণ কী বলেন?
উত্তর : মহাস্থানগড় ও মধুপুর গড়ের মাটি দেখে মৃত্তিকা বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এ অঞ্চলের মাটি হাজার হাজার বছরের পুরনো।

৩) উয়ারী-বটেশ্বর স্থানটি নরসিংদীর কোন কোন উপজেলায় অবস্থিত?
উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর স্থানটি নরসিংদীর বেলাব ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত।

৪) উয়ারী-বটেশ্বর রাজ্যের সাথে কাদের যোগাযোগ ছিল বলে ধারণা করা হয়?
উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর রাজ্যের সাথে দৰিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে শুরব করে রোমান সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ছিল বলে ধারণা করা হয়।

৫) উয়ারী-বটেশ্বর সম্পর্কে অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের মতামত কী?
উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর সম্পর্কে অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান মত প্রকাশ করেন, অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী এবং সঠিক পরিকল্পনায় গড়া এই সভ্যতাটি প্রাচীন কালে 'সোনাগড়া' নামে পরিচিত ছিল।

৬) উয়ারী-বটেশ্বর থেকে কত দূরে কোথায় বৌদ্ধ পদ্মমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে?
উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে শিবপুর উপজেলার মন্দির ভিটায় একটি বৌদ্ধ পদ্মমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে।

৭) উয়ারী-বটেশ্বর বলে যা শোনা যায় তা আসলে কী?
উত্তর : উয়ারী আর বটেশ্বর আসলে পাশাপাশি দুটি গ্রাম। এ স্থানসমূহের মাটি খুঁড়ে সুপ্রাচীন এক নগর-জনপদের সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্তমানে উয়ারী-বটেশ্বর বলতে বাংলাদেশের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানকে নির্দেশ করা হয়।

৮) উয়ারী-বটেশ্বর ঢাকা থেকে কত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত?
উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

৯) উয়ারী-বটেশ্বর কোন জেলায় অবস্থিত? সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের পরিচয় লেখ।
উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর নরসিংদী জেলায় অবস্থিত।
সুফি মোস্তাফিজুর রহমান হলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর নেতৃত্বে ২০০০ সালে উয়ারী-বটেশ্বরের খনন কাজ শুরব হয়।

১০) উয়ারী-বটেশ্বরের মাটি খনন করে কী কী নিদর্শন পাওয়া গেছে?
উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বরের মাটি খনন করে মহামূল্যবান সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-নগর, ইটের স্থাপত্য, বন্দর, রাস্তা, গলি, পোড়ামাটির ফলক, মূল্যবান পাথর, পাথরের বাটখারা, কাচের পুঁতি, মুদ্রাভাণ্ডার ইত্যাদি।

১১) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে কী বোঝ? বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সম্পর্কে যা জান লেখ।

উত্তর : প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে আমরা বুঝি এমন একটি ঐতিহাসিক স্থানকে যেখান থেকে অনেক পুরাতন জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে উলেরখযোগ্য হলো– সোনারগাঁ, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি ইত্যাদি।

সোনারগাঁ : সোনারগাঁ অবস্থান ঢাকা থেকে সাতাশ কিলোমিটার পূর্ব–দৰিণে নারায়ণগঞ্জ জেলায়। এটি মুঘল আমলের প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। এখানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত কেলরা, মসজিদ, পানাম নগরের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি উলেরখযোগ্য।

পাহাড়পুর : রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলায় অবস্থিত। এখানে পাল বংশের রাজাদের সময়ের প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখানকার সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ পুরাকীর্তিটি সোমপুর মহাবিহার নামে পরিচিত।

মহাস্থানগড় : এটি খ্রিষ্টপূর্ব চার শতক থেকে পরবর্তী পনেরো শত বছরের বেশি সময়কালের বাংলার ইতিহাসের চিহ্ন বহন করে। এখানে প্রাচীন 'পুণ্ড্রনগর'–এর ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি বগুড়া শহর থেকে তেরো কি.মি. উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার মাটি খুঁড়ে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে।

ময়নামতি : কুমিলরা শহর থেকে আট কি.মি. দৰিণ–পশ্চিমে এর অবস্থান। এখানে অনেকগুলো প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ স্থানগুলোতে মিলেছে বৌদ্ধ সভ্যতার অনেক নিদর্শন। হিন্দু ও জৈন ধর্মের অনেক দেব–দেবীর মূর্তিও পাওয়া গেছে।

১২) উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কীভাবে মানুষের নজরে এলো?

উত্তর : ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খনন করার সময় কিছু মুদ্রার সন্ধান পায়। স্থানীয় স্কুল শিৰক হানিফ পাঠান সেখান থেকে ২০–৩০টি মুদ্রা সংগ্রহ করেন।

পরবর্তীতে তাঁর ছেলে হাবিবুলরাহ পাঠান এখান থেকে ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা দুটি লৌহপিণ্ড, রৌপ্যমুদ্রা ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। ১৯৭৪–৭৫ সালের পর থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের প্রচুর নিদর্শন সংগ্রহ করে জাদুঘরে জমা দেন।

২০০০ সালে অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে খননকাজ শুরব হয়। এ সময় নানা রকম মূল্যবান প্রত্নসম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় এবং স্থানটি বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে।

১৩) উয়ারী–বটেশ্বর এলাকটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত? এই এলাকাটির প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পিছনে কী কারণ তা লেখ।

উত্তর : উয়ারী–বটেশ্বর এলাকাটি নরসিংদী জেলার বেলাব ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত। এ এলাকাটি মধুপুর গড় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

ভূমিকম্প, বন্যা-পরাবন, নদীভাঙন ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে একটি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতিতে সময়ের সাথে সাথে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটিতেও একইভাবে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে সুসভ্য এই নগর-জনপদটি কালের বিবর্তনে মাটিচাপা পড়ে হারিয়ে যায়। এভাবেই এটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পরিণত হয়েছে।

১৪) ব্রহ্মপুত্র নদ আগে কোথা দিয়ে প্রবাহিত হতো আর এখন কোথায়?

উত্তর : ব্রহ্মপুত্র নদটি ১৭৭০ সাল পর্যন্ত প্রাচীন সোনারগাঁ নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো। পরবর্তীতে এর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে এটি নরসিংদী দিয়ে বয়ে চলেছে।

১৫) কোন কোন নিদর্শন থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের সময়কাল জানা যায়?

উত্তর : ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খননের সময় কিছু মুদ্রার সন্ধান পান। এ মুদ্রাগুলো ছিল বঙ্গদেশের ও ভারতের প্রাচীনতম রৌপ্যমুদ্রা।

পরবর্তী সময়ে ২০০০ সালে উয়ারী-বটেশ্বরে খননকাজ শুরব হয়। এ সময় এখান থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোকে গবেষণা করে বিশেষজ্ঞদের ধারণা হয় যে মাটির নিচে থাকা এ স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো।

১৬) উয়ারী–বটেশ্বর এলাকাটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যা ধারণা করেছেন তা বর্ণনা কর।

উত্তর : ঐতিহাসিকগণের ধারণা, উয়ারী–বটেশ্বরের মাটির নিচে থাকা স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো। ব্রহ্মপুত্র নদ হয়ে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে এই জনপদের ব্যবসায় বাণিজ্য চলত। দৰিণ–পূর্ব এশিয়া থেকে সুদূর রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত 'উয়ারী–বটেশ্বর' রাজ্যের যোগাযোগ ছিল।

১৭) **১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খননকালে কী পায়?**

উত্তর : ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খননকালে একটি পাত্রে জমানো কিছু রৌপ্যমুদ্রা পায়।

১৮) **উয়ারী–বটেশ্বরের নিদর্শন সংগ্রহে মোহাম্মদ হানিফ পাঠানের ভূমিকা সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখ**

উত্তর : ১। মোহাম্মদ হানিফ পাঠান ১৯৩৩ সালে উয়ারী–বটেশ্বর থেকে প্রাপ্ত রৌপ্যমুদ্রা সংরৰণ করেন।

২। এখানকার নির্দশন সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর ছেলে হাবিবুলরাহ পাঠানকে সচেতন করে তোলেন।

১৯) **হাবিবুলরাহ পাঠান তাঁর সংগ্রহ করা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন জাদুঘরে জমা দেন কেন?**

উত্তর : হাবিবুলরাহ পাঠানের সংগ্রহ করা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো বাংলার প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় বহন করে। জাদুঘরে সেগুলো রাখা হলে তা থেকে মানুষ অনেক কিছু জানতে পারবে। এই বিষয়টি বুঝেছিলেন হাবিবুলরাহ পাঠান। তাই তিনি নিদর্শনগুলো জাদুঘরে জমা দেন।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : নরসিংদী জেলায় অবস্থিত উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। ২০০০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানে নেতৃত্বে এখানে খনন কাজ শুরব হয়। এখান থেকে পাওয়া যায় অনেক মূল্যবান প্রত্নসম্পদ। এগুলো বিশেরষণ করে বোঝা যায়, এখানে অনেক আগে উন্নত মানুষদের বসবাস ছিল।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : উয়ারী–বটেশ্বর হলো পাশপাশি দুটি গ্রাম। এই দুই গ্রামে মাটি খননকালে নানা ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যেত। স্থানীয় স্কুল শিৰক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান ও তাঁর ছেলে এ নিদর্শনগুলো সংগ্রহ করেন। প্রাপ্ত নির্দশনগুলো এ অঞ্চলে প্রাচীন জনপদের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

পাহাড়পুর বিহারের আরেক নাম 'সোমপুর বিহার'। এটি রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার 'পাহাড়পুর' গ্রামে অবস্থিত। প্রায় ১৪শ বছর আগে বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষুগণ এখানে থেকে ধর্মচর্চা করতেন আর শিষ্যদের শিৰা দিতেন। প্রকাণ্ড এই কীর্তি একসময় খালি পড়ে থাকে। ধারণা করা হয়, যুগ যুগ ধরে ধুলাবালি ও মাটি উড়ে এসে এর চারদিকে জমে। একসময় এটি মাটির স্তূপে ঢাকা পড়ে পাহাড়ের মতো হয়ে যায় বলে এর নাম পাহাড়পুর। মহাস্থানগড় বগুড়া জেলা থেকে ৮ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত। ধর্মীয় দিক থেকে মহাস্থানগড় হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানদের জন্য সমান গুরবত্বপূর্ণ। এখানে টিলার মতো উঁচু দেখতে গোবিন্দভিটা নামের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই প্রত্নস্থলের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে করতোয়া নদী। এ নগরের প্রাচীন নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন, যাকে এখন পুণ্ড্রনগরও বলা হয়। ধ্বংসাবশেষ খনন করে এখানে জৈন, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের নিদর্শনও পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের এ ধরনের পুরাকীর্তিগুলো সংরৰণের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাহাড়পুর, ময়নামতি ও মহাস্থানগড়ে এ ধরনের জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন থেকে নতুন প্রজন্মকে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে এই জাদুঘর। আমাদের দেশের শিৰাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীরা এই ইতিহাসখ্যাত স্থানসমূহ পরিদর্শন করার মাধ্যমে তাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১) **সোমপুর বিহার দেখতে হলে তোমাকে বাংলাদেশের কোন বিভাগে যেতে হবে?**
(ক) ঢাকা (খ) রাজশাহী
(গ) সিলেট (ঘ) খুলনা

২) **মহাস্থানগড়ের আদি নাম কী?**
(ক) সোমপুর বিহার (খ) পুণ্ড্রবর্ধন
(গ) রাজবন বিহার (ঘ) গোবিন্দভিটা

৩) **শিৰার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে–**
(ক) প্রত্নস্থলগুলো সংরৰণ করলে
(খ) প্রত্নস্থলগুলোতে শিৰার্থীদের ভ্রমণ করালে
(গ) প্রত্নস্থলে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করলে
(ঘ) প্রত্নস্থলগুলো থেকে শিৰার্থীদের দূরে রাখলে

৪) **গোবিন্দভিটার পাশ দিয়ে কোন নদীটি বয়ে গেছে?**
(ক) যমুনা (খ) মেঘনা
(গ) সুরমা (ঘ) করতোয়া

৫) **জাদুঘর প্রত্ননিদর্শন কাদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে?**
(ক) মুক্তিযোদ্ধা (খ) নতুন প্রজন্ম
(গ) শিৰক (ঘ) পর্যটক

উত্তর : ১) (খ) রাজশাহী; ২) (খ) পুণ্ড্রবর্ধন; ৩) (খ) প্রত্নস্থলগুলোতে শিৰার্থীদের ভ্রমণ করালে; ৪) (ঘ) করতোয়া; ৫) (খ) নতুন প্রজন্ম।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
শিষ্য	ছাত্র।
সমৃদ্ধ	উন্নত।
পুরাকীর্তি	কৃতিত্বের পরিচায়ক অতি পুরাতন প্রতিষ্ঠান।
সংরৰণ	বিশেষ উদ্দেশ্যে রৰণাবেৰণ ও তত্ত্বাবধান।
প্রকাণ্ড	অতি বিশাল।
পরিদর্শন	মনোযোগ দিয়ে দেখা, পর্যবেৰণ।

ক) নীল তিমি এক ——— প্রাণী।
খ) সালাম স্যারের ——— তাঁকে সালাম দিল।
গ) পরিবেশ রৰার জন্য বন্যপ্রাণী ——— খুব জরবরি।
ঘ) আমরা গতকাল জাদুঘরটি ——— করেছি।
ঙ) সোনারগাঁ একসময় কাপড়ের ব্যবসার কারণে ——— হয়েছিল।

উত্তর : ক) প্রকাণ্ড; **খ)** শিষ্য; **গ)** সংরৰণ; **ঘ)** পরিদর্শন; **ঙ)** সমৃদ্ধ।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) সোমপুর বিহার কোন গ্রামে অবস্থিত? সোমপুর বিহারকে 'পাহাড়পুর' বলা হয় কেন তা চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : সোমপুর বিহার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত। সোমপুর বিহারে একসময় বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা হলেও একসময় এটি খালি পড়ে থাকে। সম্ভবত যুগ যুগ ধরে ধুলাবালি উড়ে আসায় এটি একসময় সম্পূর্ণরূপে মাটির স্তূপে ঢাকা পড়ে যায়। তখন এর আকৃতি হয়ে যায় পাহাড়ের মতো। এ কারণেই এই পুরাকীর্তির নাম পাহাড়পুর।

খ) মহাস্থানগড় সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : মহাস্থানগড় সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য :
১) মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি গুরবত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান।
২) মহাস্থানগড় রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত।
৩) মহাস্থানগড়ের পাশে রয়েছে করতোয়া নদী।

৪) মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ খনন করে জৈন, হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে।

৫) মহাস্থানগড়ের প্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্ধন।

গ) ইতিহাস বিখ্যাত স্থান পরিদর্শনের গুরবত্ব পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ইতিহাস বিখ্যাত স্থান পরিদর্শনের গুরবত্ব নিচে পাঁচটি বাক্যে লেখা হলো–

১) ঐতিহাসিক স্থানটির অতীত সম্পর্কে জানা যায়।

২) অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তুলনা করা যায়।

৩) ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায়।

৪) অতীতের ভুল পর্যালোচনা করে শিৰা নেওয়া যায়।

৫) ঐতিহাসিক অনেক কিছু সরাসরি দেখা যায়।

ঘ) বাংলাদেশের পুরাকীর্তিগুলোর উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশের পুরাকীর্তিগুলোর উন্নয়নের লৰ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেমন–

১) বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে।

২)পুরাকীর্তিগুলো সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের শিৰার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে এসব বিখ্যাত স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্ত বর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

হ্ম, শ্ব, ষ্ক, দ্ম।

উত্তর :

হ্ম = হ + ম – ব্রাহ্মণ
– ব্রাহ্মণরা নিজেদের উঁচু শ্রেণির মানুষ বলে ভাবে।

শ্ব = শ + ব–ফলা (্ব) – বিশ্ব
– বিশ্বে সাতশ কোটির বেশি মানুষের বাস।

ষ্ক = ষ + ক – দুষ্কর
– কাজটি খুব দুষ্কর।

দ্ম = দ + ম – ছদ্মবেশ
– ছদ্মবেশের কারণে তাকে চিনতে পারিনি।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ত্ন, ত্ত্ব, ষ্ঠ, স্থ, শ্চ।

উত্তর :

ত্ন = ত + ন – যত্ন
– মা আমাকে অনেক যত্ন করেন।

ত্ত্ব = ত + ত + ব – তত্ত্বাবধান
– সেলিম স্যার বনভোজনের তত্ত্বাবধান করছেন।

ষ্ঠ = ষ + ঠ – গোষ্ঠী
– বাংলাদেশে আছে নানা জাতিগোষ্ঠীর মানুষ।

স্থ = স + থ – অস্থির
– চড়ুই অস্থির স্বভাবের পাখি।

শ্চ = শ + চ – পশ্চিম

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

সে সময় শীতলৰ্যা নদীর পাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস ছিল নগর সভ্যতা পূর্ব দৰিণ দিক দিয়ে ভৈরবের মেঘনা হয়ে এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য সুদূর জনপদ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল

উত্তর : সে সময় শীতলৰ্যা নদীর পাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস। ছিল নগর সভ্যতা। পূর্ব–দৰিণ দিক দিয়ে ভৈরবের মেঘনা হয়ে এখানকার ব্যবসা–বাণিজ্য সুদূর জনপদ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

সেগুলো সবই মাটির ওপরে ঢিবির আকারে তাই সহজে দূর থেকেই দেখা যায় কিন্তু এ দেশে মাটির নিচে রয়ে গিয়েছিল এক প্রাচীন নগর সভ্যতা।

উত্তর : সেগুলো সবই মাটির ওপরে, ঢিবির আকারে, তাই সহজে দূর থেকেই দেখা যায়। কিন্তু এদেশে মাটির নিচে রয়ে গিয়েছিল এক প্রাচীন নগর–সভ্যতা।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূ প লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) বহুকাল পূর্বের এমন; **খ)** যাঁরা ইতিহাস ভালো জানেন; **গ)** যা পাওয়া গেছে; **ঘ)** ছাপ দ্বারা অঙ্কিত; **ঙ)** যেখানে অনেক জন-মানুষ একত্রে বাস করে।

উত্তর : ক) প্রাচীন; **খ)** ঐতিহাসিক; **গ)** প্রাপ্ত;
ঘ) ছাপাঙ্কিত; **ঙ)** জনপদ।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূ প লেখ।**

থাকিবে, পড়িতেছে, খুঁড়িয়া, বদলাইয়া, চলিত, হইয়াছে

উত্তর :

সাধু রূ প		চলিত রূ প
থাকিবে	–	থাকবে
পড়িতেছে	–	পড়ছে

খুঁড়িয়া	–	খুঁড়ে	চলিত	–	চলত
বদলাইয়া	–	বদলে	হইয়াছে	–	হয়েছে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**
চোখা, প্রাচীন, পুরনো, মূল্যবান, সভ্য।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
চোখা	–	ভোঁতা
প্রাচীন	–	আধুনিক
পুরনো	–	নতুন
মূল্যবান	–	মূল্যহীন
সভ্য	–	অসভ্য

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**
নদী, নিদর্শন, মৃত্তিকা, প্রাচীর।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
নদী	–	তটিনী, স্রোতস্বিনী।
নিদর্শন	–	প্রমাণ, চিহ্ন।
মৃত্তিকা	–	মাটি, ভূ-ত্বক।
প্রাচীর	–	পাঁচিল, দেয়াল।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

প্রার্থনা

গোলাম মোস্তফা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১) **সৃষ্টিকর্তা আমাদের প্রতি কেমন?**
ⓚ নির্মম ⓚ প্রেমময়
ⓖ দয়াহীন ⓖ উদাসীন

২) **'তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া'– কথাটিতে কী বোঝানো হয়েছে?**
ⓚ আমাদের চলার শক্তি নেই
ⓚ আমরা পা ছাড়া চলতে পারি না
ⓖ আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করি
ⓖ আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে কিছু চাই না

৩) **'তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি'– এখানে কী কামনা করা হয়েছে?**
ⓚ ৰমা ⓚ দয়া
ⓖ পুণ্য ⓖ শক্তি

৪) **অন্যের অনিষ্ট কামনা করে কী দেওয়া হয়?**
ⓚ পুণ্য ⓚ পরিতাপ
ⓖ অভিশাপ ⓖ আশীর্বাদ

৫) **আমরা কোথায় বসবাস করি?**
ⓚ দ্যুলোকে ⓚ ভূলোকে
ⓖ স্বর্গে ⓖ গগনে

৬) **ভ্রান্তিময় ও অভিশপ্ত পথে গেলে আজীবন কী করতে হবে?**
ⓚ পরিতাপ ⓚ পরিমাপ
ⓖ পরিহাস ⓖ পরিশ্রম

৭) **'প্রার্থনা' কবিতায় সৃষ্টিকর্তার কাছে কিসের প্রার্থনা করা হয়েছে?**
ⓚ অর্থ সম্পদের
ⓚ সহজ ও সুন্দর জীবনের
ⓖ পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়ানোর
ⓖ প্রিয়জনদের সুন্দর ভবিষ্যতের

৮) **'পরিতাপ' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) অভিশপ্ত (খ) দুঃখ
(গ) অপ্রিয় (ঘ) হিংসা

৯) **'চরণ' শব্দটির সমার্থক নিচের কোনটি?**
(ক) হাত (খ) নিকট
(গ) পা (ঘ) চিহ্ন

১০) **আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে শক্তি চাই, কেননা–**
(ক) তিনি অসীম (খ) তিনি নির্দয়
(গ) তিনি অন্তর্যামী (ঘ) তিনি সর্বশক্তিমান

১১) **কবিতাংশে মূলত প্রকাশিত হয়েছে–**
(ক) সৃষ্টিকর্তার গুণের কথা
(খ) সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনার কথা
(গ) স্বর্গের সৌন্দর্যের কথা
(ঘ) ভালো হয়ে চলার কথা

১২) **আমরা কেমন পথে চলতে চাই না?**
(ক) যে পথটি অভিশপ্ত
(খ) যে পথটি সরল

(গ) যে পথে শান্তি আছে (ঘ) যে পথে পুণ্য আছে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১) ⓚ প্রেমময়
২) ⓖ আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করি
৩) ⓖ শক্তি
৪) ⓖ অভিশাপ
৫) ⓚ ভূলোকে
৬) ⓚ পরিতাপ
৭) ⓚ সহজ ও সুন্দর জীবনের
৮) (খ) দুঃখ
৯) (গ) পা
১০) (ঘ) তিনি সর্বশক্তিমান
১১) (খ) সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনার কথা
১২) (ক) যে পথটি অভিশপ্ত

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১) **'করবণাকমী' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?**
উত্তর : 'করুণাকামী' অর্থ যে বা যারা দয়া কামনা করে। আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে দয়া প্রার্থনা করি বলে আমাদের করবণাকামী বলা হয়েছে।

২) **সৃষ্টিকর্তাকে অন্তর্যামী বলার কারণ কী?**
উত্তর : সৃষ্টিকর্তা আমাদের মনের সমস্ত কথাই জানেন। তাই তাঁকে অন্তর্যামী বলা হয়েছে।

৩) **সৃষ্টিকর্তাকে প্রেমময় বলা হয়েছে কেন?**
উত্তর : সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্ট জীবকে ভালোবাসেন। তাই তাঁকে প্রেমময় বলা হয়েছে।

৪) **'হে মহাচালক, মোদের কখনও করো না সে পথগামী।'– কথাটি বুঝিয়ে লেখ।**
উত্তর : যে পথে ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ সেই অভিশপ্ত পথে চললে আমাদের আজীবন পরিতাপ করতে হবে। তাই আমরা সে পথে চলতে চাই না। সে পথ থেকে আমাদের দূরে রাখতে সৃষ্টিকর্তার সাহায্য কামনা করা হয়েছে কথাটির মাধ্যমে।

৫) **আমরা কার গুণগান করি এবং কার কাছে প্রার্থনা জানাই?**
উত্তর : আমরা পরম করবণাময় সৃষ্টিকর্তার গুণগান করি এবং তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাই।

৬) **'অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি'– এই চরণ পড়ে আমরা কী বুঝি?**
উত্তর : চরণটি পড়ে আমরা বুঝি সৃষ্টিকর্তার কোনো সীমা নেই। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়াশীল।

৭) **আমরা কেন সৃষ্টিকর্তার কাছে করবণা ও শক্তি প্রার্থনা করি?**
উত্তর : সৃষ্টিকর্তার করবণাতেই আমাদের সৃষ্টি ও বেঁচে থাকা। আমাদের প্রতি তাঁর রয়েছে অসীম মমতা। তিনি সর্বশক্তিমান। তাই তাঁর কাছেই আমরা করবণা ও শক্তি প্রার্থনা করি।

৮) **আমরা কোন পথে চলতে চাই না? কেন?**
উত্তর : যে পথ ভ্রান্তিতে ভরপুর, আমরা সেই পথে চলতে চাই না। যে পথটি সৃষ্টিকর্তার পছন্দ নয় সেটি অভিশপ্ত ও ভুল পথ। সেই পথে চললে সৃষ্টিকর্তার সাহায্য থেকে আমরা বঞ্চিত হব। তাই আমরা সে পথে চলতে চাই না।

৯) **আমাদের জীবনের চলার পথ কেমন হওয়া উচিত?**
উত্তর : আমাদের জীবনের চলার পথ হওয়া উচিত সরল ও সঠিক।

১০) **আমরা কার কাছে দয়া কামনা করি?**
উত্তর : আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে দয়া কামনা করি।

১১) **আমাদের মনে শক্তি ও সাহস জোগান কে? আমরা কেমন পথে চলতে চাই?**
উত্তর : মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের মনে শক্তি ও সাহস জোগান।
যে পথটি সরল, সঠিক; যে পথে চললে পুণ্য অর্জন করা যায় ও সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রিয় হওয়া যায়– আমরা সে পথে চলতে চাই।

১২) **আমরা কোন পথে চলব? এ পথে চলার উপায় কী?**
উত্তর : আমরা সঠিক ও পুণ্যের পথে চলব।এ পথে চলার উপায় হলো মহান সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মেনে চলা।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান। তাই সবকিছু ভুলে আমরা তাঁর কাছেই শক্তি কামনা করি। সৃষ্টিকর্তার কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন সঠিক ও পুণ্যময় পথে আমাদের চালিত করেন। আমরা যেন ভ্রান্তিময় ও অভিশপ্ত পথ থেকে দূরে থাকতে পারি সে জন্যও আমরা তাঁর কাছে সাহায্য চাই।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের কবিতাংশটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল
মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবানি।
এই শস্য–শ্যামল ফসল ভরা
মাঠের ডালি খানি
খোদা তোমার মেহেরবানি।
তুমি কতই দিলে রতন
ভাই-বেরাদার পুত্র-স্বজন,
ক্ষুধা পেলে অন্ন জোগাও।

মানি চাই না মানি।
খোদা তোমার মেহেরবানি।
খোদা! তোমার হুকুম তরক করি
আমি প্রতি পায়,
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে
বাঁচাও এ বান্দায়।
শ্রেষ্ঠ নবি দিলে মোরে
তরিয়ে নিতে রোজ-হাশরে,
পথ না ভুলি তাইতো দিলে
পাক কোরানের বাণী ॥

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১) কবিতাংশে নদীর পানি কেমন বলা হয়েছে?
(ক) তেতো (খ) টক
(গ) মিঠা (ঘ) নোনতা

২) কোনটি 'বাতাস' শব্দের সমার্থক?
(ক) পবন (খ) গগন
(গ) নিশি (ঘ) অপরাহ্ণ

৩) কোন কাজটি করে আমরা ভুল করি?
(ক) ক্ষুধা পেলে অন্ন খেয়ে
(খ) খোদার গুণগান করে
(গ) আত্মীয়–স্বজনের সাথে সম্পর্ক রেখে
(ঘ) খোদার হুকুম ভঙ্গ করে

৪) কবিতাংশে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?
(ক) সৃষ্টিকর্তার উদারতার কথা
(খ) সৃষ্টিকর্তার হুকুম মানার কথা
(গ) আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বন্ধনের কথা
(ঘ) পৃথিবীর সৌন্দর্যের কথা

৫) আমরা ভুল করলে খোদা আমাদের মাফ করে দেন। এটি খোদার–
(ক) মেহেরবানি (খ) শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ
(গ) ৰমতার প্রকাশ (ঘ) অনিচ্ছাকৃত

উত্তর : ১) (গ) মিঠা; **২)** (ক) পবন; **৩)** (ঘ) খোদার হুকুম ভঙ্গ করে; **৪)** (ক) সৃষ্টিকর্তার উদারতার কথা; **৫)** (ক) মেহেরবানি।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
মিঠা	মিষ্টি।
মেহেরবানি	দয়া।
তরক	লঙ্ঘন।
রতন	রত্ন, বহুমূল্য দ্রব্যাদি।
ডালি	উপহার।
অন্ন	খাবার।

ক) সমুদ্রের তলা থেকে ডুবুরিরা নানা ——— খুঁজে আনে।
খ) সালাম সাহেব ——— করে গরিব লোকদের খেতে দিয়েছেন।
গ) খেজুর খুব ——— ফল।
ঘ) শিৰকের নির্দেশ ——— করা উচিত নয়।
ঙ) দুদিন ধরে গরিব লোকটির পেটে ——— নেই।

উত্তর : ক) রতন; **খ)** মেহেরবানি; **গ)** মিঠা; **ঘ)** তরক; **ঙ)** অন্ন।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) আমরা খোদার হুকুম তরক করলেও খোদা কী করেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : আমরা খোদার হুকুম তরক করলেও তিনি যা করেন–
১) তিনি আমাদের রিজিক বন্ধ করে দেন না।
২) তাৎৰণিক শাস্তি না দিয়ে সংশোধনের সুযোগ দেন।
৩) আলো, বাতাসের ব্যবহার করার সুযোগ রাখেন ঠিকই।
৪) আমাদের প্রতি দয়া দেখান।
৫) আমাদের মনে শক্তি ও সাহস জোগান।

খ) বিচার দিনের স্বামী কে? তাঁর চারটি গুণের কথা লেখ।

উত্তর : মহান আলরাহ তায়ালা বিচার দিনের স্বামী। খোদার চারটি গুণের কথা নিচে উলেরখ করা হলো :
১) তিনি সর্বশক্তিমান।
২) তিনি প্রেমময়।
৩) তিনি অন্তর্যামী।
৪) তিনি আমাদের পালনকর্তা।

গ) খোদা আমাদের দয়া করে দিয়েছেন এমন পাঁচটি বিষয়ের নাম লেখ।

উত্তর : খোদা আমাদের দয়া করে দিয়েছেন–
১) ক্ষুধার অন্ন।
২) আপনজন।
৩) শস্য-শ্যামল প্রকৃতি।
৪) শ্রেষ্ঠ নবি।
৫) পবিত্র কোরআন।

গ) আমরা কোন পথে চলব? এ পথে চলার উপায় কী?

উত্তর : আমরা সঠিক ও পুণ্যের পথে চলব।
এ পথে চলার উপায় হলো মহান সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মেনে চলা। তাঁকে ভালোবাসা। তাঁর সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ন্ত, প্র, ষ্ট, ক্ত, স্ব।

উত্তর :

ন্ত = ন + ত – দুরন্ত
– বাবলু দুরন্ত স্বভাবের ছেলে।

প্র = প + র–ফলা (্র) – প্রতিজ্ঞা
– সোহানা কাজটি করার প্রতিজ্ঞা করেছে।
ষ্ট = ষ + ট – মিষ্টি
– মধু খেতে মিষ্টি লাগে।
ক্ত = ক + ত – বক্তব্য
– প্রধান শিক্ষক বক্তব্য দিলেন।
স্ব = স + ব–ফলা (ব) – স্বাধীন
– বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) যার সীমা নেই; **খ)** যে করুণা কামনা করে; **গ)** যিনি সৃষ্টি করেন; **ঘ)** যার অন্ত নেই; **ঙ)** অন্যের অনিষ্ট কামনা।

উত্তর : ক) অসীম; **খ)** করুণাকামী; **গ)** সৃষ্টিকর্তা; **ঘ)** অনন্ত; **ঙ)** অভিশাপ।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

চলিবার, ছাড়িয়া, লুটাইয়া, জানিতেন, করিয়াছেন

উত্তর :

সাধু রূপ		চলিত রূপ
চলিবার	–	চলার
ছাড়িয়া	–	ছেড়ে
লুটাইয়া	–	লুটিয়ে
জানিতেন	–	জানতেন
করিয়াছেন	–	করেছেন

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

অসীম, পুণ্য, গুণ, দ্যুলোক, প্রিয়।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
অসীম	–	সসীম
পুণ্য	–	পাপ
গুণ	–	দোষ
দ্যুলোক	–	ভূলোক
প্রিয়	–	অপ্রিয়

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

মহান, পরিতাপ, ভূলোক, মন, পথ।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
মহান	–	মহৎ, উদার।
পরিতাপ	–	দুঃখ, খেদ।
ভূলোক	–	পৃথিবী, মর্ত্য।
মন	–	অন্তর, হৃদয়।
পথ	–	পন্থা, রাস্তা।

কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখন এবং কবিতা, কবির নাম ও প্রশ্নোত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

ক) নিচের কবিতার চরণগুলো সাজিয়ে লেখ।
যত গুণগান হে চির মহান
দ্যুলোকে-ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া
তোমারি অন্তর্যামী।
বিচার দিনের স্বামী
তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া
অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি।

খ) কবিতার অংশটুকু কোন কবিতার অংশ তা লেখ।

গ) কবিতাটির কবির নাম কী?

ঘ) আমরা কার কাছে প্রার্থনা করি? আমরা কার গুণগান করি?

উত্তর :

ক) কবিতার লাইনগুলো নিচে পর পর সাজিয়ে লেখা হলো–
অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি।
বিচার দিনের স্বামী
যত গুণগান হে চির মহান
তোমারি অন্তর্যামী।
দ্যুলোকে-ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া
তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া

খ) কবিতার অংশটুকু ‘প্রার্থনা’ কবিতার অংশ।

গ) কবিতাটির কবির নাম গোলাম মোস্তফা।

ঘ) আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি। আমরা তাঁরই গুণগান করি।

ভাবুক ছেলেটি

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১. বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ছেলেবেলায় কেমন ছিলেন?
ক ডানপিটে খ শান্তশিষ্ট
গ দুরন্ত ঘ কৌতূহলশূন্য

২. জগদীশচন্দ্রের গ্রামের নাম কী?
ক মহেশখালী খ আনন্দপুর
গ রাঢ়িখাল ঘ কোটালিপাড়া

৩. জগদীশচন্দ্র বসু নিচের কোন স্কুলের ছাত্র ছিলেন?
ক বিক্রমপুর জিলা স্কুল
খ গোপালগঞ্জ জিলা স্কুল
গ ময়মনসিংহ জিলা স্কুল
ঘ ঢাকা জিলা স্কুল

৪. জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় কোন স্কুলে পড়াশোনা করেছেন?
ক কলকাতা পাবলিক স্কুল
খ চিলড্রেন'স ফাউন্ডেশন স্কুল
গ ন্যাশনাল মডেল স্কুল
ঘ সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল

৫. জগদীশচন্দ্র বসু কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?
ক ১৮৫৮ সালের ৩০এ নভেম্বর
খ ১৮৭৪ সালের ৩০এ নভেম্বর
গ ১৮৫৮ সালের ৩০এ ডিসেম্বর
ঘ ১৮৭৪ সালের ৩০এ ডিসেম্বর

৬. জগদীশচন্দ্র বসুর পড়াশোনার হাতেখড়ি হয় কোথায়?
ক কলকাতায় খ নিজ বাড়িতে
গ বিলেতে ঘ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

৭. জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে এফএ পাস করেন?
ক ১৮৭৪ সালে খ ১৮৭৮ সালে
গ ১৮৮০ সালে ঘ ১৮৮৫ সালে

৮. জগদীশচন্দ্র বসু বিলেতে কী পড়তে যান?
ক আইন খ ব্যবসায়প্রশাসন
গ প্রকৌশল ঘ ডাক্তারি

৯. জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন?
ক ১৮৮১ সালে খ ১৮৮৫ সালে
গ ১৯৮১ সালে ঘ ১৯৮৫ সালে

১০. জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে দেশে ফিরে আসেন?
ক ১৮৭৮ সালে খ ১৮৮১ সালে
গ ১৮৮৩ সালে ঘ ১৮৮৫ সালে

১১. ইংরেজ অধ্যাপকদের তুলনায় ভারতীয় অধ্যাপকদের বেতন ছিল–
ক চার ভাগের এক ভাগ
খ তিন ভাগের এক ভাগ
গ চার ভাগের তিনভাগ
ঘ তিন ভাগের দুই ভাগ

১২. জগদীশচন্দ্র বসু তিন বছর বেতন নেননি কেন?
ক অর্থের প্রয়োজন ছিল না বলে
খ কলেজের উন্নয়নে দান করেছিলেন
গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে
ঘ ছাত্রছাত্রীদের ওপর অভিমান করে

১৩. 'নাইট' উপাধি পাওয়ার পর জগদীশচন্দ্র বসুর নামের আগে কী যুক্ত হয়?
ক স্যার খ মাস্টার
গ গ্রেট ঘ নাইট

১৪. বিজ্ঞানী অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন জগদীশচন্দ্রকে কোথায় অধ্যাপনা করার আমন্ত্রণ জানান?
ক ফ্রান্সে খ বিলেতে
গ আমেরিকায় ঘ ভারতে

১৫. জগদীশচন্দ্র বসুর কোন দিকটি বিজ্ঞানী অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিনকে মুগ্ধ করে?
ক সুন্দর আচার ব্যবহার
খ নির্ভুল চিকিৎসা
গ আকর্ষণীয় চেহারা
ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা

১৬. জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে অতিক্ষুদ্র তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন?
ক ১৮৯০ সালে খ ১৮৯৫ সালে
গ ১৮৯৯ সালে ঘ ১৯০৫ সালে

১৭. কোন কাজে জগদীশচন্দ্রের দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়?
ক বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানে
খ বিলেতে ডাক্তারি পড়তে যাওয়ায়
গ নাইট উপাধি গ্রহণ করায়
ঘ পরিবেশ–প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করায়

১৮) কোন সত্যটি প্রমাণ করে জগদীশচন্দ্র বসু বেশি পরিচিতি লাভ করেন?
ক গাছের প্রাণ আছে
খ অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি করে
গ মহাকাশে যোগাযোগের ক্ষেত্রে
ঘ বেতার এবং টেলিভিশন আবিষ্কারের মাধ্যমে

১৯) জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে কোন বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন?
ক বাংলা খ পদার্থবিজ্ঞান
গ ইংরেজি ঘ গণিত

২০) জগদীশচন্দ্র বসু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক ময়মনসিংহ খ ঢাকা
গ কুমিল্লা ঘ ফরিদপুর

২১) 'জগদীশচন্দ্র বসুর প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ' কথাটি কে বলেছিলেন?

ⓚ বিজ্ঞানী অলিভার লজ
ⓚ বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন
ⓖ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন
ⓖ বিজ্ঞানী গ্যালিলিও

২২) 'প্রয়োগ' শব্দের অর্থ কী?
(ক) দুর্নাম (খ) ব্যবহার
(গ) শিৰা (ঘ) আহ্বান

২৩) বিজ্ঞানী অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন জগদীশচন্দ্র বসুকে কোথায় অধ্যাপনার আমন্ত্রণ জানান?
(ক) ইংল্যান্ডে (খ) আমেরিকায়
(গ) জার্মানিতে (ঘ) ফ্রান্সে

২৪) কোনটির কারণে আমরা টেলিভিশন দেখতে পারি?
(ক) ক্রেস্কোগ্রাফ (খ) রিজোনাস্ট রেকর্ডার
(গ) রাডার (ঘ) মাইক্রোওয়েভ

২৫) 'গবেষণা' শব্দের অর্থ কী?
(ক) আবিষ্কার (খ) অনুসন্ধান
(গ) শিৰা (ঘ) সফলতা

২৬) অনুচ্ছেদে কী প্রকাশিত হয়েছে?
(ক) জগদীশচন্দ্র বসুর ছেলেবেলার কথা
(খ) জগদীশচন্দ্র বসুর বিদ্যার্জনের কথা
(গ) জগদীশচন্দ্র বসুর বিশ্বভ্রমণের কথা
(ঘ) জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা ও আবিষ্কারের কথা

২৭) 'গৌরব' শব্দের অর্থ কী?
(ক) সুনাম (খ) বরণ
(গ) মর্যাদা (ঘ) গ্রহণ

২৮) জগদীশচন্দ্র বসুর 'নিরবদ্দেশের কাহিনী' গ্রন্থটি কী ধরনের গ্রন্থ?
(ক) গল্পগ্রন্থ (খ) বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি
(গ) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনি
(ঘ) কাব্যগ্রন্থ

২৯) স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন কেন?
(ক) গবেষণা পরিচালনার জন্য
(খ) ধর্মচর্চার জন্য
(গ) ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য
(ঘ) সাহিত্য চর্চার জন্য

৩০) অনুচ্ছেদ অনুসারে বিজ্ঞানচর্চায় স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর সফলতা কার সমতুল্য ছিল?
(ক) আইনস্টাইনের (খ) নিউটনের
(গ) আর্কিমিডিসের (ঘ) ডারউইনের

৩১) 'চর্চা শব্দের অর্থ কী?
(ক) আবিষ্কার (খ) মর্যাদা
(গ) অভ্যাস (ঘ) আহ্বান

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১. ⓚ শান্তশিষ্ট
২. ⓖ রাঢ়িখাল
৩. ⓖ ময়মনসিংহ জিলা স্কুল
৪. ⓖ সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল
৫. ⓚ ১৮৫৮ সালের ৩০এ নভেম্বর
৬. ⓚ নিজ বাড়িতে
৭. ⓚ ১৮৭৮ সালে
৮. ⓖ ডাক্তারি
৯. ⓚ ১৮৮১ সালে
১০. ⓖ ১৮৮৫ সালে
১১. ⓖ তিন ভাগের দুই ভাগ
১২. ⓖ বৈষম্যের বিরবদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে
১৩. ⓚ স্যার
১৪. ⓚ বিলেতে
১৫. ⓖ পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা
১৬. ⓚ ১৮৯৫ সালে
১৭. ⓚ বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানে
১৮) ⓚ গাছের প্রাণ আছে
১৯) ⓚ পদার্থবিজ্ঞান
২০) ⓚ ময়মনসিংহ
২১) ⓖ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন
২২) (খ) ব্যবহার
২৩) (ক) ইংল্যান্ডে;
২৪) (ঘ) মাইক্রোওয়েভ
২৫) (খ) অনুসন্ধান
২৬) (ঘ) জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা ও আবিষ্কারের কথা
২৭) (গ) মর্যাদা
২৮) (খ) বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি
২৯) (ক) গবেষণা পরিচালনার জন্য
৩০) (খ) নিউটনের
৩১) (গ) অভ্যাস

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১) **ভাবুক ছেলেটি আসলে কে ছিল?**
উত্তর : ভাবুক ছেলেটি আসলে ছিল বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।

২) **সে ছোট বেলায় কী কী নিয়ে ভাবত?**
উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু ছোটবেলায় গাছগাছালি নিয়ে গভীরভাবে ভাবত। গাছ ভেঙে গেলে বা তাদের কেটে ফেললে তারা ব্যথা পায় কি না এ প্রশ্ন ছিল ছেলেটির মনে। এছাড়া রোদ-বৃষ্টি, বাজ পড়ার কারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও তার ভাবনা ছিল।

৩) **সে কবে, কোথা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীৰায় উত্তীর্ণ হয়েছিল?**
উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীৰায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

৪) **কখন থেকে তিনি 'বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু' হয়ে ওঠেন?**

উত্তর : লন্ডন থেকে বিএসসি পাস করে জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এখানে বৈষম্য ও প্রাপ্য বেতন না দেওয়ার প্রতিবাদে দীর্ঘ তিন বছর তিনি বেতন না নিয়েই কর্তব্য পালন করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দিয়ে চাকরিতে স্থায়ী করে ও তাঁর সকল বকেয়া পরিশোধ করে। তখন থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন 'বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু'।

৫) কোন সত্য প্রমাণ করে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেন 'গাছেরও প্রাণ আছে'– এই সত্য প্রমাণ করে।

৬) তাঁর বক্তৃতার সফলতা সবচেয়ে বেশি ছিল কোন বিষয়ে?

উত্তর : প্রশ্নটি অধ্যায়–বহির্ভূত।

৭) বিজ্ঞান শিৰা ও চর্চার ৰেত্রে তাঁর সফলতাকে কোন নামকরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

উত্তর : বিজ্ঞান শিৰা ও চর্চার ৰেত্রে স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর সফলতাকে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও ও নিউটনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

৮) 'পলাতক তুফান' নামে লেখাটির আগে কী নাম ছিল? তাঁর কোন বইয়ে এটি ছাপা হয়?

উত্তর : 'পলাতক তুফান' নামে লেখাটির আগের নাম ছিল 'নিরবদ্দেশ কাহিনী'। লেখাটি স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' নামক বইয়ে ছাপা হয়।

৯) অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কী প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের দুই বছর পর তিনি 'জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন।

১০) 'তাঁর প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।'– এমন কথা কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন?

উত্তর : 'তাঁর প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ'– জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে এ কথা বলেছিলেন সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারের কারণে আজকের বেতার, টেলিভিশন, রাডারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্য আদান প্রদান হয়। তাঁর আবিষ্কার সভ্যতার যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাতে সৰম হয়। তাই তাঁর আবিষ্কারে মুগ্ধ হয়ে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন উক্ত কথা বলেছেন।

১১) জগদীশচন্দ্র বসুকে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসুকে ঢাকা ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে।

১২) বর্তমানে কোন কোন ৰেত্রে অতিক্ষুদ্র তরঙ্গের প্রয়োগ হচ্ছে?

উত্তর : বর্তমানে বেতার, টেলিভিশন, রাডারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্য আদান–প্রদান এবং মহাকাশ যোগাযোগের ৰেত্রে অতিক্ষুদ্র তরঙ্গের প্রয়োগ হচ্ছে।

১৩) জগদীশচন্দ্র বসু কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু ১৯৩৭ সালের ২৩এ নভেম্বর গিরিডিতে মৃত্যুবরণ করেন।

১৪) 'বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বলতে বোঝায় এমন কাহিনি, যা বিজ্ঞানকে প্রধান করে কল্পনার সাহায্য নিয়ে লেখা হয়।

১৫) 'নাইট' উপাধি কী?

উত্তর : 'নাইট' উপাধি হলো আগের যুগে ব্রিটিশরাজের অত্যন্ত সম্মানসূচক উপাধি। এই উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের 'স্যার' বলে সম্বোধন করতে হতো।

১৬) জগদীশচন্দ্র বসুর বাবার বাড়ি কোথায়?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসুর বাবার বাড়ি বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে।

১৭) জগদীশচন্দ্র বসু কোন শাখায় বিএস পাস করেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান শাখায় বিএস পাস করেন।

১৮) জগদীশচন্দ্র বসু দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে কর্তব্য পালন করেন কেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন দেশ ছিল পরাধীন। এ সময় একই পদে একজন ইংরেজ অধ্যাপক যে বেতন পেতেন ভারতীয়রা পেতেন তার তিন ভাগের দুই ভাগ। জগদীশচন্দ্র বসু অস্থায়ীভাবে চাকরি করছিলেন বলে তাঁর বেতনের আরও এক ভাগ কেটে রাখা হতো। এসব অন্যায়ের বিরবদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েই দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে কর্তব্য পালন করেন তিনি।

১৯) জগদীশচন্দ্র বসু বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পেয়েও সেখানে থাকলেন না কেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক। তাই বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পেলেও তাতে তিনি সাড়া দিলেন না। দেশের কল্যাণের জন্য নিজ দেশে ফিরে এলেন।

২০) জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু ১৯১৬ সালে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

২১) কত সালে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে আসেন?

উত্তর : ১৮৮৫ সালে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে আসেন।

২২) শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে কী করেছিলেন?

উত্তর : শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার জগদীশচন্দ্রকে স্বীকৃতি দেন। এরপর সকল বকেয়া পরিশোধ করে চাকরিতে স্থায়ী করেন।

২৩) স্যার জগদীশচন্দ্র বসুকে কারা নাইট উপাধি দেয়?

উত্তর : স্যার জগদীশচন্দ্র বসুকে ব্রিটিশ–ভারত সরকার নাইট উপাধি দেয়।

২৪) জগদীশচন্দ্র বসুর কর্মজীবন সম্পর্কে দুইটি বাক্য লেখ।

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু অধ্যাপনা করতেন। তিনি অবসর গ্রহণের পর বিজ্ঞানমন্দিরে গবেষণা পরিচালনা করতেন।

২৫) কিসের মাধ্যমে জগদীশচন্দ্র বসু সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেন 'গাছেরও প্রাণ আছে'– এই সত্য প্রমাণ করে।

২৬) ১৮৯৫ সালে জগদীশচন্দ্র বসু কোন ব্যাপারে সাফল্য লাভ করেন?

উত্তর : ১৮৯৫ সালে জগদীশচন্দ্র বসু অতিক্ষুদ্র তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন। তারের সাহায্য ছাড়াই তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে সাফল্য লাভ করেন।

২৭) বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন জগদীশচন্দ্র বসুকে কিসের আমন্ত্রণ জানান? তাঁদের আমন্ত্রণে তিনি সাড়া দেননি কেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে চমৎকৃত হন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন। তাঁরা জগদীশচন্দ্র বসুকে বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দেশের কল্যাণের কথা ভেবে তিনি তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দেননি।

২৮) নাইট উপাধি পাওয়ার পর জগদীশচন্দ্র বসুর নামের আগে যুক্ত হয়?

উত্তর : নাইট উপাধি পাওয়ার পর জগদীশচন্দ্র বসুর নামের আগে 'স্যার' উপাধি যুক্ত হয়।

২৯) বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বলতে কী বোঝ?

উত্তর : বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বলতে বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পনা প্রধান লেখাকে বোঝায়। এতে বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে লেখা হলেও এর বাস্তব কোনো ভিত্তি থাকে না।

৩০) জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের গৌরব কেন?

উত্তর : মহান বাঙালি বিজ্ঞানী। জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর কাজের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। বিজ্ঞান গবেষণায় তাঁর কৃতিত্ব বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সাথে তুলনীয়। তাই জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের গৌরব।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছেন। অল্প সময়েই তাঁর বিভিন্ন ৰেত্রে আবিষ্কারের সফলতা দেখে চমকে যান ইউরোপের বিজ্ঞানীরা। বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পেলেও দেশের কল্যাণে কাজ করার সংকল্পে সে আমন্ত্রণে সাড়া দেননি তিনি।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানী হিসেবে সমগ্র ভারতবর্ষের গর্ব। তিনি তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার জন্য সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছেন। পেয়েছেন 'নাইট' উপাধি। তিনি শিশুদের জন্যও বিজ্ঞানভিত্তিক বই রচনা করেছেন। বিজ্ঞানৰেত্রে তাঁর সফলতা বিশ্বের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সমতুল্য।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

ব্রজেন দাস একজন স্বনামধন্য বাংলাদেশি সাঁতারব। তিনিই প্রথম দৰিণ এশীয় ব্যক্তি যিনি সাঁতার কেটে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মাঝে অবস্থিত ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। ১৯৫৮ সালের ১৮ই আগস্ট তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯৫৮ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সাঁতার প্রতিযোগিতায় মোট ২৩টি দেশ অংশ নেয়। পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে তাতে অংশ নেন ব্রজেন দাস। ১৮ই আগস্ট প্রায় মধ্যরাতে ফ্রান্সের তীর থেকে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশে সাঁতার কেটে তিনি পরদিন বিকেলবেলা প্রথম সাঁতারব হিসেবে ইংল্যান্ড তীরে এসে পৌঁছান। পরের মাসেই তিনি ইংলিশ চ্যানেলকে ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে সাঁতার কেটে পার করেন। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডের মাঝে চ্যানলটিকে সবচেয়ে কম সময়ে মাত্র ১০ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে পার হয়ে তখনকার সময়ে বিশ্বরেকর্ড করেন। ব্রজেন দাস ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে মোট ছয়বার এই চ্যানেলটি পাড়ি দেন। অনন্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূ প তিনি ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে 'প্রাইড অফ পারফরম্যান্স' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে লাভ করেন জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ১৯৯৯ সালে মরণোত্তর স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে ভূষিত করে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১) ব্রজেন দাস কত সালে ইংলিশ চ্যানেল সবচেয়ে কম সময়ে পাড়ি দেন?

(ক) ১৯৫৮ সালে (খ) ১৯৫৯ সালে
(গ) ১৯৬০ সালে (ঘ) ১৯৬১ সালে

২) ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার ৰেত্রে পুরোটা সময় ব্রজেন দাসকে কী করতে হয়েছে?

(ক) নৌকা চালাতে হয়েছে
(খ) সাঁতার কাটতে হয়েছে
(গ) জাহাজে থাকতে হয়েছে
(ঘ) প্যারাসুটে থাকতে হয়েছে

৩) ব্রজেন দাস সম্পর্কে কোনটি বলা যায়?

(ক) বিশিষ্ট দৌড়বিদ (খ) একুশে পদকপ্রাপ্ত
(গ) বাঙালির গর্ব (ঘ) কৃতী ছাত্র

৪) ব্রজেন দাস মোট কয়বার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন?

(ক) ৪ বার (খ) ৬ বার
(গ) ৮ বার (ঘ) ১০ বার

৫) ব্রজেন দাসের মতো সাফল্য পেতে হলে কী প্রয়োজন?

(ক) দেশ ভ্রমণ (খ) বিশেষ পরিচিতি
(গ) পরিকল্পনা ও অধ্যবসায়
(ঘ) প্রচুর টাকা

উত্তর : ১) (ঘ) ১৯৬১ সালে; **২)** (খ) সাঁতার কাটতে হয়েছে; **৩)** (গ) বাঙালির গর্ব; **৪)** (খ) ৬ বার; **৫)** (গ) পরিকল্পনা ও অধ্যবসায়।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
সূচনা	শুরব।
ভূষিত	অলংকৃত, সজ্জিত।
মরণোত্তর	মৃত্যু-পরবর্তী।
কৃতিত্ব	কার্যদৰতা।
স্বনামধন্য	নিজ নামে সর্বত্র পরিচিত বা প্রশংসিত।
অতিক্রম	পার হওয়া, ছাড়িয়ে যাওয়া।

ক) সন্তানের ——— দেখে বাবা–মা খুশি হন।
খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ছন্দের জাদুকর' উপাধিতে ——— হয়েছেন।
গ) রহমান সাহেব আমাদের এলাকার একজন ——— ব্যক্তি।
ঘ) আমরা ফেরিতে চড়ে নদীটি ——— করলাম।
ঙ) প্রধান শিৰক এলে অনুষ্ঠানটির ——— হলো।

উত্তর : ক) কৃতিত্ব; **খ)** ভূষিত; **গ)** স্বনামধন্য; **ঘ)** অতিক্রম; **ঙ)** সূচনা।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) ইংলিশ চ্যানেল কোথায় অবস্থিত? ব্রজেন দাস সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

উত্তর : ইংলিশ চ্যানেল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মাঝে অবস্থিত।

ব্রজেন দাস সম্পর্কে তিনটি বাক্য :

১) ব্রজেন দাস ছিলেন স্বনামধন্য বাংলাদেশি সাঁতারব।
২) দৰিণ এশীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার গৌরব অর্জন করেন।
৩) ব্রজেন দাস মোট ছয়বার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন।

খ) ব্রজেন দাস যে যে পুরস্কার লাভ করেছেন তা তিনটি বাক্যে লেখ। তিনি প্রথম কত সালে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন?

উত্তর :

১) ব্রজেন দাসের কৃতিত্বের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৬০ সালে তাঁকে 'প্রাইড অফ পারফরম্যান্স' পুরস্কার প্রদান করে।
২) ১৯৭৬ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তাঁকে প্রদান করে 'জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার'।
৩) ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে সম্মানিত করে।

ব্রজেন দাস ১৯৫৮ সালে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন।

গ) ব্রজেন দাসের মতো সাফল্য পেতে তুমি কী করবে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ব্রজেন দাসের মতো সাফল্য পেতে আমি যা করব–

১) প্রথমে যেকোনো একটি লৰ্য নির্ধারণ করব।
২) আমার পছন্দের কাজটিতে সফল হওয়া ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ করব।
৩) সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করব।
৪) পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মা–বাবা ও শিৰকের সহায়তা নেব।
৫) নির্ধারিত লৰ্যে পৌঁছতে কঠোর সাধনা করব।

ঘ) প্রথম এশীয় ব্যক্তি হিসেবে কে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন? ১৯৬১ সালে ব্রজেন দাস যে কৃতিত্ব অর্জন করেন তা তিনটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : প্রথম এশীয় ব্যক্তি হিসেবে ব্রজেন দাস ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রজেন দাস মাত্র ১০ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। এটি ছিল তাঁর দ্রুততম সময়ে চ্যানেলটি অতিক্রমের ঘটনা। সেই সাথে এটি তখনকার সময়ের বিশ্বরেকর্ড হিসেবে গণ্য হয়।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

স্ম, ক্র, জ্ঞ, ৰ, ত্র, ধ্য।

উত্তর :

স্ম = স + ম — আকস্মিক
– আকস্মিক বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম।
ক্র = ক + র–ফলা (্র) — আক্রমণ
– মুক্তিযোদ্ধারা শত্রব ক্যাম্প আক্রমণ করল।
জ্ঞ = জ + ঞ — অজ্ঞান
– লোকটি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।
ৰ = ক + ষ — অৰর
– ছেলেটি বাংলা অৰর লিখছে।
ত্র = ত + র–ফলা (্র) — পুত্র
– চাচা তাঁর পুত্রকে ডাকলেন।
ধ্য = ধ + য–ফলা (্য) — বাধ্য
– ববি বাড়ি যেতে বাধ্য হলো।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

জ্ঞা, স্ব, স্থ, স্তু, ল্প।

উত্তর :

জ্ঞা = ঙ + গ — জঞ্জাল
– জঞ্জালে বড় বড় গাছ থাকে।
স্ব = স + ব–ফলা (্ব) — স্বাৰর
– লোকটি কাগজে স্বাৰর করল।
স্থ = স + থ — দুস্থ

– আমরা দুস্থ শিশুদের সাহায্য করব।

ম্ভ = ম + ভ – সম্ভব

– চেষ্টা করলে সবই সম্ভব।

ল্প = ল + প – গল্প

– পড়ার সময় গল্প করা উচিত নয়।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

আকাশে মেঘ ডাকে বিদ্যুৎ চমকায় বাজ পড়ে কেন এমন হয় অবাক বিস্ময়ে ভাবে সে

উত্তর : আকাশে মেঘ ডাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। বাজ পড়ে। কেন এমন হয়? অবাক বিস্ময়ে ভাবে সে।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) অধ্যাপনা করেন যিনি; **খ)** বিশেষ খ্যাতি আছে যার; **গ)** কোনো কিছু খেয়াল করে দেখা; **ঘ)** জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ; **ঙ)** মূল্য আছে যার।

উত্তর : ক) অধ্যাপক; **খ)** বিখ্যাত; **গ)** পর্যবেক্ষণ; **ঘ)** পাণ্ডিত্যপূর্ণ; **ঙ)** মূল্যবান।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

ভাঙিয়া, পড়িতে, চমকাইয়া, জানাইলেন, করিয়াছেন।

উত্তর :

সাধু রূপ		চলিত রূপ
ভাঙিয়া	–	ভেঙে
পড়িতে	–	পড়তে
চমকাইয়া	–	চমকে
জানাইলেন	–	জানালেন
করিয়াছেন	–	করেছেন

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

দুরন্ত, আগ্রহ, স্থায়ী, কল্যাণ, সফল।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
দুরন্ত	–	শান্ত
আগ্রহ	–	অনাগ্রহ
স্থায়ী	–	অস্থায়ী
কল্যাণ	–	অকল্যাণ
সফল	–	ব্যর্থ

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

বৃষ্টি, গাছ, দুরন্ত, সকল, আমন্ত্রণ, মৃত্যু।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
বৃষ্টি	–	বরিষণ, বারিধারা।
গাছ	–	উদ্ভিদ, তরব।
দুরন্ত	–	অশান্ত, চঞ্চল।
সফল	–	সার্থক, কৃতকার্য।
আমন্ত্রণ	–	নিমন্ত্রণ, দাওয়াত।
মৃত্যু	–	জীবনাবসান, মরণ।